CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 March, 2021 ■ আগরতলা, ১১ মার্চ ২০২১ ইং ■ ২৬ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা তিন

বুধবারে আগরতলায় রাজপথে স্কুলপড়ুয়া শিশুদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে ১৫ ও ১৬ মার্চ দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক গুলিকে বেসরকারিকরণ এর প্রতিবাদে আগামী ১৫ এবং ১৬ মার্চ দেশব্যাপী ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। বুধবার ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংকস ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে আগরতলাতে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী ১৫ এবং ১৭ মার্চ ব্যাংক ধর্মঘটের সমর্থন জানানো হয়।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সঞ্জয় দত্তএ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে বলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুলিকে বেসরকারিকরণ এর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও বিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন বাজেট প্রস্তাব এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন দেশব্যাপী দুদিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।ধর্মঘটের ফলে সাধারণ গ্রাহকরা যে সমস্যার সম্মুখীন হবেন তার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলের কাছে আগাম দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সফল করার জন্য তারা সকল স্তরের জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের কর্মকর্তারা বলেছেন বেসরকারিকরণ করা হলে শুধুমাত্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। বুধবার বালিগাঁও হাইস্কুলে নয়া বিল্ডিং এর কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেল দীপঙ্কর দেব (২২) নামে এক শ্রমিক। তার বাড়ি সালেমা থানার সিঙ্গিনালা গ্রামে। এই ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে ও বালিগাঁও গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে বুধবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ কমলপুর থানার বালিগাঁও হাইস্কুলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বালিগাঁও হাইস্কুলে গত কয়েকমাস যাবৎ নতুন বিল্ডিং এর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ হেডকোয়র্টারে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু টিএসআর জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহরের পুলিশ হেডকোর্য়াটারে কর্তব্যরত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক টিএসআর জওয়ানের। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে এটি আত্মহত্যার ঘটনা। তবে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তথ্য তল্লাসি করেছে ফরেন্সিক টিম। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যা পৌণে আটটা নাগাদ। ঘটনার প্রেক্ষিতে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। টি এস আর জওয়ানের নাম বিজন কর্মকার। বয়স ৩৮ বছর। প্রথম বেঁটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন জওয়ানের আত্মীয় স্বজন। এটি কি আত্মহত্যার ঘটনা, নাকি অন্যকিছু, তা নিয়েই এখন চলছে অবিরাম জল্পনা।

ঘটনাকে ঘিরে মৃত টি এস আর জওয়ানের এক আত্মীয় বলেন, কেন যে বিজু এমন ভাবে নিজের রাইফেল দিয়ে আত্মঘাতী হলো সেটা তিনিও আন্দাজ করতে পারছেন না। পারিবারিক কোন ঝামেলা ছিল না। ওই আত্মীয় আরও জানিয়েছেন গত নভেম্বরে তাঁর বাবা মারা গিয়েছেন। গতকাল তাঁর শ্বশুর প্রয়াত হয়েছেন। বিজন কর্মকারের বাড়ি ফটিকারের সায়দারবাড়িতে। আগরতলায় সে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে এডি নগর সাত নম্বর রোডে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও তেমন কোন মনমালিন্য নেই বলে ওই নিকটাত্মীয়রে দাবি।

এদিকে, সদরের এসডিপিও জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান এটি আত্মহত্যারই ঘটনা। তবে কেন এই আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এসডিপিও আরও জানিয়েছেন, গত ১৪ ফেব্রুয়ারী থেকে বিজন কর্মকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি গকুলনগরস্থিত টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের কার্য্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। এদিন, তিনি সার্ভিস রাইফেল এসএলআর নিয়েই কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন। একটি গুলির খোল মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পশ্চিম থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ হেডকোয়র্টারে ছুটে যান নিহতের স্ত্রী সহ আত্মীয় পরিজনরা। সন্ধ্যারাতে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে সার্ভিস রাইফেলের বুলেটে টিএসআর জওয়ানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়।

যদিও, নিজের রাইফেল দিয়ে টি এস আর জওয়ানদের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা নতুন নয় রাজ্যে। এর পূর্বে ও এমন কয়েকটি ঘটনার সাক্ষি রয়েছে রাজ্যের জনগণ। এতদিন তো হত টি এস আরের বিভিন্ন ক্যাম্পে। এবার রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরেই ঘটে গেল এমন ঘটনা। যাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা পুলিশের সদর দপ্তরে।

রাজ্যেও মহা শিবরাত্রি পালনে প্রস্তুতি চূড়ান্ত

আগরতলা, ১০ মার্চ (হি. স.) : মহা শিবরাত্রি উদযাপনে ত্রিপুরায় জোর প্রস্তুতি চলছে। তবে, করোনা-র ভয়ে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ-র জন্য মেলা-র আয়োজনে হলেও লোক সমাগম নিয়ে দুশ্চিন্তায় আয়োজক-রা।

ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রান্তে মহা ধুমধামে এবং গভীর শ্রদ্ধার সাথে শিবরাত্রি পালিত হয়। সেন্ট্রাল রোড শিববাড়িতেও আয়োজন-র প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বলেন, আগামীকাল দুপুর ২টা ৪৪ মিনিটে শিবরাত্রি ব্রত ও পূজা শুরু হবে। শুক্রবার ২টা ৪৩ মিনিটে সমাপ্ত হবে। ফলে, বৃহস্পতিবার মহাদেব-র বিশেষ পূজাগুলি যথা সময়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে। তিনি জানান, আগামীকাল রাত ১০টা নাগাদ সন্ধ্যা আরতি হবে। পরদিন ভোর ৪টা নাগাদ বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

তাঁর কথায়, মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মেলা-র আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি, করোনা মহামারীর পরিস্থিতি-তাই শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ভক্তদের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতোই ভক্ত-রা মহাদেব-র পূজার্চনা করতে পারবেন।

তিনি বলেন, কোবিড সংক্রান্ত নির্দেশিকা মেনে শিবরাত্রি পালিত হবে। এদিকে, অরুন্ধুতিনগর ক্যাম্পেব বাজারস্থিত দীনদয়াল আশ্রমেও মহা শিবরাত্রি উদযাপনের বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যা-য় মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে পূজা-র সূচনা হবে। মেলা-র আয়োজন হয়েছে আশ্রম প্রাঙ্গনে। আগামী ১৪ মার্চ এই উৎসবের সমাপ্তি হবে বলে আশ্রম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

এডিসি নির্বাচনে লড়ছেন প্রদ্যুৎ, দিলেন মনোনয়ন জমা

আগরতলা, ১০ মার্চ (হি. স.)।। এডিসি নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় রাজনীতি-তে পরিবেশে পা বাড়ালেন ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। আজ তিনি এডিসি নির্বাচনে টাকারজলা-জম্পুইজলা আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাতে, স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহল ভীষণ অবাক হয়েছে। কারণ, রাজনীতি-তে সরাসরি অংশীদারিতে কোন আপত্তি না থাকলেও সংসদীয় রাজনীতি-তে আসবেন না বলেই স্থির করেছিলেন প্রদ্যুৎ। অবশেষে সেই পথেই পা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। অবশ্যই, তাঁর এই সিদ্ধান্তের পেছনে আইপিএফটি-র বিশ্বাঘাতকতা অন্যতম কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

তিপ্রা ইতিমধ্যে একাধিক আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। কিন্তু, প্রদ্যুৎ নির্বাচনে লড়বে এমন কোন ঘোষণা ছিল না। আচমকা তাঁর মনোনয়ন জমা-কে ঘিরে রাজনীতির সমীকরণ আবারো বদলাচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আইপিএফটি-র প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তাও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা-র খাস তালুকে প্রদ্যুৎ নির্বাচনে লড়াই-র জন্য বেছে নিয়েছে।

পরিসংখ্যান থেকে আমরা সকলেই অবগত রয়েছি, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে আইপিএফটি-র এন সি দেববর্মা টাকারজলা-জম্পুইজলা আসনে সবচেয়ে বেশি ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। ওই নির্বাচনে সারা রাজ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে প্রার্থী ছিলেন এন সি দেববর্মা। সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে, ওই অঞ্চলে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমে বিরাট চ্যালেঞ্জ নিয়েছে প্রদ্যুৎ।

আজ তিনি জানিয়েছেন, তিপ্রা ও আইএনপিটি জোট ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তার মধ্যে ২৩টি আসনে তিপ্রা এবং ৫টি আসনে আইএনপিটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তিনি দাবি করেন, অধিকাংশ আসনেই মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

শিশু ও ফুলের মাঝে থেকে আনন্দ উপভোগ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১০ মার্চ (হি. স.)।। শিশু-দের মন ফুলের মতো। তাই, আজ দিনভর শিশু ও ফুলের মাঝে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। শিশু-রা সবসময়-ই মন-মেজাজ ফুরফুরে করে রাখে। সেই আনন্দই উপভোগ করলেন ত্রিপুরা-র মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ আগরতলায় এবং ধলাই জেলায় সালেমা শিশু-দের সাথে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন তিনি। তাদের খোঁজ নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে শিশুদের নিষ্পাপ হাসি মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে। আজ তিনি আমবাসা-র বিধায়ক পরিমল দেববর্মা-র ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েও এক শিশু-র সাথে সুন্দর সময় কাটিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পরিমল দেববর্মা-র ফুলের বাগান দেখে উৎফুল্ল হন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ মুখ্যমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় বলেন, শিশুদের সাথে কথা বললে অন্তরে তৃপ্তি অনুভব হয়। আগরতলার রাস্তায় আজ কয়েকজন স্কুল পড়ুয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছি। তিনি বলেন, শিশুদের নিষ্পাপ হাসি মানসিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করে। তারাই রাজ্য ও দেশের ভবিষ্যৎ। আমি তাদের সাফল্য কামনা করি।

এদিনই তিনি আমবাসা-র বিধায়ক পরিমল দেববর্মা-র ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে যাওয়ার পথে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী-রা তাঁকে কাছে ভীষণ আনন্দিত হন। মুখ্যমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় বলেন, সালেমা উচ্চ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা দেখে আমি অত্যন্ত অভিভূত। ছোটদের এই ভালবাসা আগামী দিনে রাজ্যের বিকাশের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় শক্তি যোগাবে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক পরিমল দেববর্মা-র বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাজানো ফুলের বাগান ঘুরে দেখেছেন এবং অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় বলেন, বিধায়ক পরিমল দেববর্মার বাড়িতে ফুলের বাগিচা ঘুরে দেখেছি। তিনিও আমার মতো একজন প্রকৃতিপ্রেমী। ফুল বাগিচার মাধ্যমে বাড়িকে সুন্দর করে তুলেছেন। ত্রিপুরাবাসীর কাছে আবেদন, আপনারাও বাড়িকে প্রাকৃতিক শোভায় সুন্দর করে তুলুন।

দেশের সুরক্ষায় সআইএসএফের ভূমিকা মূল্যবান, জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি.স.): সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-এর ৫২ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সিআইএসএফ জওয়ানদের শুভেচ্ছা ও কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সিআইএসএফ জওয়ানদের প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বুধবার সকালে টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'প্রতিষ্ঠা দিবসে সাহসী সিআইএসএফ জওয়ান এবং তাঁদের পরিবারকে শুভেচ্ছা। দেশের সুরক্ষা ও প্রগতিতে সিআইএসএফ জওয়ানদের ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান।'

প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও প্রতিষ্ঠা দিবসে সিআইএসএফ জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, 'দেশের প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সিআইএসএফ। সাহসী বাহিনীর নিষ্ঠা ও ত্যাগকে স্যালুট জানাচ্ছে দেশ।' প্রসঙ্গত, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ) ভারতের কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী। ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিআইএসএফ।

সাত দফা দাবি আদায়ে টিলাবাজার দ্বাদশ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধ করল তিন জায়গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। সাত দফা দাবি আদায়ের জন্য কৈলাসহরের টিলাবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা টিলাবাজার এলাকায় একইসাথে তিনটি জায়গায় পথ অবরোধ করে। কৈলাসহরের টিলা বাজারে অবরোধের খবর পেয়ে অবরোধস্থলে ইরানি থানার পুলিশ অফিসার বদরুল হক এবং পংকজ দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ এবং টি.এস.আর বাহিনী অবরোধ স্থলে ছুটে আসে।

টানা প্রায় চার ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করার পর প্রশাসনিক আধিকারিকরা অবরোধস্থলে না আসায় ছাত্র ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের সামনেই টায়ার পুড়িয়ে আগুন লাগিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। টিলাবাজার স্কুলের কয়েক শতাধিক ছাত্র ছাত্রীরা রাস্তা অবরোধে সামিল হয়। অবরোধ শুরু করে ছাত্র ছাত্রীরা এনএসইউআই নেতাদের খবর দিলে নেতারা অবরোধস্থলে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের আন্দোলনকে নৈতিক সমর্থন করে। ছাত্র নেতারাও বিক্ষোভ প্রদর্শনের শামিল হন। এন এস ইউ আই উনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি জুবের আহমেদ খান এবং ছাত্রনেতা নজরুল ইসলাম সানু সহ আরও অন্যান্য ছাত্র নেতারা আন্দোলনে সামিল হন।

আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে এনএসইউআই উনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি জুবের আহমেদ খান বলেন, অবিলম্বে টিলাবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আহত মমতা, ঘটনার রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : নন্দীগ্রামের ঘটনায় পূর্ব মেদিনীপুরের প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন। ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন তিনি। ভোটের প্রচারে গিয়ে নন্দীগ্রামে পায়ে গুরুতর চোট পান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেছেন,"ভিড় ছিল। ৪-৫ জন মিলে ধাক্কাধাক্কি করেছে। স্থানীয় পুলিশ ছিল না। পুলিশ সুপারও ছিল না। জেনেবুঝেই এটা করেছে।" গোটা ঘটনায় জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন। সেখানে কী ঘটেছে ও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে।

এই ঘটনাকে "সহানুভূতির রাজনীতি" বলে অভিহিত করেছেন বিজেপি নেতারা। কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংঘর্ষ করেছেন, এটা অনস্বীকার্য। ক্ষমতায় আসার পর নন্দীগ্রামকে দেখেননি। শিল্পায়ন হয়নি। কৃষিতে উন্নয়ন হয়নি। নন্দীগ্রাম বঞ্চিত থেকেছে। শুভেন্দু অধিকারী সেখানকার ভূমিপুত্র। ওখানে মমতা হারবেন। বুঝতে পেরেছেন, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আসলে সহানুভূতি ছাড়া উনি জিততে পারবেন না। বাংলার কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মীর তাঁর উপরে আঘাত করার হিম্মত নেই।"

বুধবার বিকেলে নন্দীগ্রামে গিয়ে পায়ে চোট পান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চোট লাগা মাত্রই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আসা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। তৃণমূল নেত্রী এসএসকেএম পৌঁছাতেই তাকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

তৃণমূল নেত্রী চাইলে তাঁকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দিতে চায় দিল্লি

এসএসকেএম হাসপাতাল সূত্রে খবর, এসএসকেএম হাসপাতালে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে যাওয়া হয় স্ট্রেচারে চাপিয়ে হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের ভিভিআইপি কেবিনে। এরপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেডিকাল টিমে রয়েছেন অর্থোপেডিক, কার্ডিওলাজি ও মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিতকরা। ইতিমধ্যেই হাসপাতালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে পৌঁছান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।জানা যায় এদিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশার টাকা যোগাড় করতে না পেরে আত্মহত্যা দুই সন্তানের বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। নেশার টাকার যোগাড় করতে না পারায় দুই সন্তানের বাবা ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল। ঘটনা কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া পঞ্চায়েত এলাকায়। পুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভুটু সরকার গতকাল রাতে তার শ্বশুরবাড়িতে গাছে ফাঁসি দিয়ে আত্মাহত্যা করে। জানা যায়, ভুটু সরকারের বাড়ি আগরতলার দূর্গা চৌমুহনি এলাকায়।

গত প্রায় পনেরো বছর পূর্বে পুটিয়া এলাকার ৫নং ওয়ার্ডের সুভাষ দাসের কন্যা নমিতা দাসের সাথে বিয়ে হয়। ফলে বিবাহের পরবর্তী সময় থেকে শ্বশুরবাড়িতেই বসবাস করছিল। বিবাহের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৫০ ◘ ১১ মার্চ ২০২১ ইং ◘ ২৬ ফাল্গুন ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অর্থনীতির মহামারি

নোট বাতিল, ত্রুটিপূর্ণ জিএসটি এবং করোনা মহামারীএই তিন অশুভ যোগে ভারতের অর্থনীতি চারবছর যাবৎ উল্টো পথে হাঁটিতে বাধ্য হইয়াছে। আর্থিক বৃদ্ধির গতি প্রথম দিকে মন্থর ছিল। তারপর হইয়াছে অতি মন্থর। লকডাউন এবং আনলক পর্বে বৃদ্ধির হার শূন্যের নীচে নামিয়া যায়। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০২০-২১) দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) সংকোচন ২৩.৯ শতাংশে নামিয়া আসে। সংকোচনের হার তারপর অবশ্য কমিতে থাকে। তবে, অর্থনীতির চাকা ঘূরিয়া দাঁড়াইতে অক্টোবর-ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। এই পর্বে আর্থিক বৃদ্ধির হার সামান্য পজিটিভও (০.৪ শতাংশ) হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মানিটারি পলিসি রিভিউ রিপোর্ট। ওই রিপোর্ট আশা প্রকাশ করিয়াছে, আগামী অর্থবর্ষে (২০২১-২২) জিডিপি বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ ছাড়াইবে। কেন্দ্রীয় নিয়ামক ব্যাঙ্কের এই প্রত্যাশার ভিত্তি হইল আর্থিক বৃদ্ধির বর্তমান ইতিবাচক প্রবণতা। সব মিলাইয়া দেশের অর্থ-শিল্প-বাণিজ্য মহল ঘুরিয়া দাঁড়াইবার আশায় বুক বাঁধিয়াছে। অর্থনীতিকে এই জায়গায় তুলিয়া আনিবার জন্য গোটা দেশকে কত ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কী পরিমাণ দাম মিটাইতে হইয়াছে তাহা সকলে জানেন। কারণ চলমান ইতিহাসের এটাই সবচেয়ে বড় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের কুশীলব দেশের প্রতিটি নাগরিক।

অর্থনীতির এই ইঙ্গিত অত্যন্ত শুভ এবং প্রার্থিত। কিন্তু এটা কি খুব সহজে পাওয়া যাইবে? মনে হয় না। বিশেষ করে করোনার মতো মহামারীর বিপদকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা যাইবে না। গত দু'মাসে প্রকোপ কিছুটা কমিয়া গিয়াছে মাত্র। এর সঙ্গে নির্মূল হওয়ার দূরতম সম্পর্কও নেই। বরং ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় দফার তাণ্ডব লক্ষ্য করা যাইতেছে আটটি রাজ্যে। তাই সকলের বিশেষভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সেইমতো কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাও জারি হইয়াছে। কিন্তু ভয় করিয়া আর সতর্ক থাকিয়া তো শেষরক্ষা হইবে না। আপাতত, এই যুদ্ধ জয়ের শেষ অস্ত্র হইল ভ্যাকসিন। এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নাই। তাই স্বাস্থ্যবিধি পুরোমাত্রায় মানিয়া চলিবার পাশাপাশি সকলের জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

ভারতের জন্য সুখবর হইল, ভ্যাকসিন উৎপাদনে একটি অগ্রণী দেশ। কোভিড ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয়নি। সবচেয়ে কার্যকরী অথচ সস্তার ভ্যাকসিন গণ হারে উৎপাদন করিয়া ভারত তাক লাগাইয়া দিয়াছে। বহু দেশ আজ ভারতের মুখাপেক্ষী। ভারত আন্তরিকভাবেই তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়াছে। সেই দিক থেকে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য এ এক গর্বের মুহূর্ত।

বইমেলায় পছন্দের বইয়ের খোঁজে

।। সুদীপ দাস।।

অন্যান্যবারের আগরতলা বইমেলার মতো এবারেও ৩৯ তম আগরতলা বইমেলায় এসেছেন গৃহবধূ তুলসী ভ-াচার্য্য। শুধু বই কেনা নয় বইমেলার রসাস্বাদনের জন্যও তিনি মেলায় এসেছেন। কিছু বই কিনছেন এবং আরও দু-চার খানা বই কেনার বাসনায় বইয়ের স্টলগুলি ঘুরে দেখছিলেন কলেজ টিলার এই গৃহবধূ। হ্যাঁ একাই এসেছেন মেলার জন্য রাখা বিনা ভাড়ার বাসে করে মঠ চৌমুহনি থেকে। হাতে সদ্য কেনা বইয়ের ব্যাগ দেখে সবিনয়ে জানতে চাইলাম কি কি নতুন রান্নার বই কিনেছেন ? বিমিত হয়ে বললেন কেন শুধু মাত্র রান্নার বই কিনতে যাব? ব্যাগ থেকে নতুন কেনা যে বইগুলি দেখালেন তা হল [illegible] রীতি নীতি, ভগবানের ৫টি নিবাস স্থল ও ভণ্ডের ভগবান।

ঘরের চার দেয়াল থেকে বেড়িয়ে মুক্ত চিন্তা, স্বাধীন সত্ত্বা, ভক্তি রসের পছন্দের বই খোঁজে বেড়ানো গৃহিনী আগরতলা বইমেলা আয়োজনেরই ফসল। কাঠিয়া বাবা মিশন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র অনিরুদ্ধ দাস, তার দিদি শ্রীক'ষ্ণ মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বর্ষা দাসকে নিয়ে শিক্ষক পিতা বিজয় দাস শৈব্যা প্রকাশনী থেকে ছেলের পছন্দের বই 'ছোটা ভীম' এর চারটি সংখ্যা কিনে দিয়েছেন। এতে অনিরুদ্ধ খুব খুশী। বর্ষা কিনেছে শার্লক হোমসের বই।

বছর ৩৪ এর যুবক সৌমেন চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনীর জওয়ান। বাড়ী সাবম মহকুমায় এবং বর্তমানে শালবাগানস্থিত বাহিনীর কার্যালয়ে কর্মরত। বইমেলায় এসে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে দুটি বই কিনেছেন। একটি হল ক'ষ্ণা কুন্তী ও কৌন্তেয়, আর অপরটি হল মৈত্রেয় জাতক। তার বন্ধ সদ্য শিক্ষকতার অফার প্রাপ্ত গৃহ শিক্ষক নিতাই দে কিনলেন অক্ষর পাবলিকেশনের শ্রীক'ষ্ণের শেষ কটা দিন এবং আরও কিছু বই।

উত্তর ত্রিপুরার ধর্ম্মনগরের যুবক গৌতম দেবনাথ পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত টাইলস ব্যবসায়ী স্নাতকোত্তর বই যুবকের ভালবাসা নাটকের প্রতিও শুধু বইমেলা থেকে বই কেনার অভিপ্সায় আগরতলার কোন এক হোটেলে রাত্রি যাপন করে আজ বইমেলায় আসা। বুকফার্মের স্টল থেকে - 'বাংলা বানান বিধি', 'রামেশ্বর স্ব-ভাষা তত্ত্ব' ও বাংলা শ্রতি নাটকের ১২ খানা বই মিলিয়ে আট হাজার টাকার বই ইতিমধ্যেই কিনে নিয়েছেন। আরও কিছু ভাল বই খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

রামনগর ৬ নং রোডের পৌলমী দত্ত। শিশু বিহার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী বর্তমানে মহারাষ্ট্রের পুনেতে এম বি এ পাঠরত। নায়ার বুক সোসাইটির এর স্টল থেকে কিনেছেন থিলার বুক (ক্রাইম) এডভেনচার। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর প্রথম বর্ষের ছাত্রী সুরভি দাস তার সহপাঠি মানালী দেবকে নিয়ে বই মেলায় এসেছে। আবার সুযোগ বুঝে প্রিয় বই কিশোর ভারতীর চারটি সংখ্যা পত্র ভারতীর বুক স্টল থেকে কেনে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ড. উৎপল চন্দ্র দে। উনি হিমালয়া পাব্লিসিং হাউজ থেকে ৮টি বই প্রায় সাত হাজার টাকায় কিনেছেন ছাত্র ছাত্রী সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমেষ্ট্রির লাইবেরীকে সমৃদ্ধ করতে। যুবা সন্নাসী স্বামী শ্রী ধরানন্দ উদয়পুরের কোন এক আশ্রমবাসী। উনি বই মেলায় এসেছেন বই কিনতে। নীহারিকা প্রকাশনীর ধুলা মাটির বাউল এবং সারদা বুক ডিপো থেকে ''তন্ত্রতত্ব ও সাধনা'' এবং ''নিগমানন্দ সরস্বতী'' বইগুলি কেনেন।

ধর্মপ্রাণ মিনতী দাস। বয়স ৭০ ছুই ছুই। উনি উনার টি সি এস অফিসার ছেলে ও বৌমাকে নিয়ে ধলেশ্বর থেকে বইমেলায় এসেছেন। উত্তর পূর্ব'লের রাজ্য সিকিম থেকে আগত শিল্পীদলের পরিবেশিত বজ্র যোগিনী ও মারুনী নৃত্যানুষ্ঠান উপভোগ করতে। এরপর সোজা চলে আসেন রাম ক'ষ্ণ মিশনের বুক স্টলে। বৌমার সঙ্গে কথোপকথনে সহমতের ভিত্তিতে কিনেন ৩টি বই। 'শ্রীরামক'ষ্ণ কথামৃত', 'গঙ্গা' ও স্বামী বিবেকানন্দের একখানা বই। সুজয়িতা সাহা দিল্লীর একটি স্কুলে প'ম শ্রেণীতে পাঠরত। বাড়ী মিলনচক্র। বাবা দিল্লীতে ম্যাকানিকেল ই'নিয়ার হিসেবে কর্মরত। তাই দিল্লীতেই স্কুলে পড়া শুরু। দিল্লীর ময়ুর বিহারে ওরা থাকেন এবং জানালেন এখন স্কুল বন্ধ। তাই অনলাইনে ক্লাস চলছে। কাকুর সঙ্গে বইমেলায় ঘুরতে এসে দু একটা বই কিনেছেন এবং 'গাঙচিল' বুক স্টলের খোঁজে এগিয়ে চলেছেন পছন্দের বইয়ের খোঁজে। আগরতলা বইমেলায় বিভিন্ন দিনের এই খণ্ডচিত্রই প্রমাণ করে বইয়ের প্রতি আকর্ষন বয়সের বাধা মানেনা। বইয়ের প্রতি সব বয়সীর ভালবাসা এখনো অটুট।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কিডনির ক্যান্সার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়

ডা. প্রকাশ মল্লিক

বয়স্ক স্ত্রী পুরুষ এই ক্যান্সারে সাধারণত আক্রান্ত হন। ছোটোখাটো ছেলে মেয়েদের প্রধানত রেনাল পেলভিক টিউমার এবং উইমস টিউমার হয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে প্রায় পচাশি শতাংশ ক্যান্সার শরীরে অন্যান্য অংশ থেকে আসে। এই ক্যান্সার সাধারণত যে কোনও একটি কিডনিতে হয় এবং গুটি বা বল আকারের বড় শক্ত ক্যাপসুল যুক্ত হয়। আবার কখনও কখনও দুটো কিডনিই বা একই কিডনির একাধিক অংশ আক্রান্ত হয়। কোষগত দিক দিয়ে কিডনি ক্যান্সার প্রধানত ক্রিয়ার সেল ক্যান্সারে পরিণত অন্য দুই ক্যান্সারের চেয়ে অনেক ভালো তবে যে কোনও প্রকারের কিডনি ক্যান্সারের পরিণতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কখন এই চিকিৎসা হচ্ছে অর্থাৎ কোন অবস্থায় রোগ ধরাপড়েছে।

কারণ:

কারণ যদিও জানা যায়নি তবে পরিবেশ দূষণের জন্য এই ক্যান্সার বেড়েই চলেছে। পুরুষদের এই ক্যান্সার স্ত্রী লোকদের তুলনায় প্রায় দু গুণ বেশি এবং পঞ্চাশ থেকে যাট বছর বয়সের মধ্যে এই ক্যান্সার বেশি হয়। আমাদের আয়ু যত বাড়ছে তার সঙ্গে ক্যালসাওর বেড়ে চলেছে।

লক্ষণ: কিডনির ক্যান্সারের প্রধান তিন উপসর্গ হল প্রতবে রক্ত, যন্ত্রণা এবং অনুভব করা যায় এমন টিউমার এই তিন উপসর্গের যে কোনও একটি প্রথমে দেখা দিতে পারে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে বা খালি চোখে দেখা যায় এমন রক্ত প্রজাবে মাঝে মাঝে যখন দেখা যায় তখন বোঝা যায় ক্যান্সার রেনাল পেলভিস আক্রমণ করেছে।, যদি ক্যান্সারের কারণে রক্তপাত হয় বা রক্তজমাট বাঁধে তখন যন্ত্রণা অসহ্য হয়। পেটে হাত দিয়ে মসৃণ বেদনাহীন শক্ত একটি বস্তু অনুভব করা যায়। এই তিন লক্ষণ কেবলমাত্র দশ শতাংশ কিডনির ক্যার রোগীদের মধ্যে একই সঙ্গে দেখা যায়। এই সব উপসর্গ ছাড়াও অন্যান্য লক্ষণ গুলো হল জ্বর, যা রক্তপাত বা টিউমার পচে গেলে হতে পারে, রক্তচাপ (যা রেনাল ধমনীর ওপর চাপের জন্য কিডনি কোষ পচে গেলে হয়) খুব দ্রুতগতিতে মরণশীল হাইপারক্যালসিমিয়া (সম্ভবত টিউমার থেকে প্যারাথাইরয়েড হরমোন নিঃসরণের জন্য ওজন হ্রাস পা ফুলে যাওয়া বমি ভাব ইত্যাদি দেখাদিলে যার বহদূর ছড়িয়ে গেছে বুঝতে হবে!

নির্ণয়ঃ ইনট্রাভেনাস পায়েলোগ্রাফি, ত্ত আল্ট্রাসাউন্ড, সিসটোস্কোপি এবং নেফ্রোটোমোগ্রাফি বা রেনাল এনজিওগ্রাফি দ্বারা কিডনিতে সিস্ট এবং টিউমার পার্থক্য বোঝা যায়। অন্যান্য পরীক্ষাগডলি হল লিভারে বিলিরংবিন ট্রান্স এমিজেনের আধিক্য এবং দীর্ঘ প্রোগমবিন সময় ক্যান্সার লিভারে ছড়িয়েছে নির্দেশ করে। নিয়মমাফিক পরীক্ষা যেমন প্রজবে রক্ত ও অন্যান্য রক্ত পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

চিকিৎসা :

পাশাপাশি লসিকাগ্রস্থি সমেত আক্রান্ত কিডনি পুরোপুরি কেটে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু এই ক্যান্সার বিকিরণ বিমুখ তাই প্রাথমিক টিউমার ছাড়া পাশাপাশি কলা বা লসিকাগ্রস্থিতেত বিকিরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়লে শল্য চিকিৎসা দ্বারা আর আরোগ্য সম্ভব নয়। উচ্চশক্তি বিকিরণ তাই উপশমে ব্যবহৃত হয়। কিডনি ক্যান্সারে হোমিওপ্যাথি ঔষুধ।

অ্যাসেটিক অ্যাসিড : গায়ের চর্ম শুকনো ফ্যাকাসে। পেট ফুলে যায়। প্রচুর জল পিপাসায।

আর্স আলব : তামাক সেবনের কুফলে কিডনি ক্যান্সার। স্বল্প মূত্র তৎসহ জালা। মুত্রে রক্ত ও পুঁজ প্রক্কাবের পরে দুর্বলতা। রোগী খুঁতখুঁতে স্বভাবেরও দুর্বল। মাঝরাতে ও দুপুরে বৃদ্ধি। পিপাসা থাকে কিন্তু বারে বারে অল্প জলপান করে।

বেনজোয়িক আসিড : ইউরিক্য আযাসিডের প্রাধান্যযুক্ত রোগী। প্রমেহর অতীত ইতিহাস সম্পন্ন ব্যক্তির কিডনি ক্যাসারে যথেষ্ট উপযোগী ঘ প্রসাবে ফৌটা ফোটা অত্যন্ত দুরগন্ধযুক্ত। গাঢ় রঙের মৃত্র।

এপিস মেল : প্রত্রাবের সময় অত্যন্ত জালা ও সুচ ফোটানোর মত্য ব্যথা। মূত্রাবরোধ বা আসাড়ে মুত্র চোখে পাতা ও পা ফোলা বিকালে বৃদ্ধি।

আযাপোসাইনাম : প্রস্রাবের পরে অত্যন্ত জ্বালা, মূত্রাবরোধ শোথ, প্রচন্ড জলপিপাসা, শ্বাসকষ্ট বমি বমি ভাব কখনও বমি হয়। ঘুমঘুম ভাব নাড়ির গতি অত্যন্ত কম।

ক্যান্থারিস : অত্যন্ত বেদনাদায়ক প্রস্রাব। তৎসহ জ্বালা। মুত্রের সহিত রক্ত নির্গত হয়। সর্বদা মুত্রের প্রবণতা। ফোঁটা ফৌটা মূত্র। রোগী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চঞ্চল প্রকৃতির।

কলচিকাম ঃ কিডনি ক্যান্সারের শেষ পর্যায়ে বিশেষভাবে উপশম দেয় মূত্র রক্তিম বা কফি রঙের হয় সঙ্গে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ থাকে। ছিন্নকর ব্যথা বা বিকালে বৃদ্ধি পায়।

হেলেবোরাস : মুত্রাবরোধ, পুনপুন প্রত্রাবের বেগ মৃত্রে কফি গুঁড়োর মতো তলানি থাকে। প্রচন্ড জল পিপাসা রোগী অত্যন্ত দুর্বল কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করলে অত্যন্ত ধীরে উত্তর দেয়।

ল্যাকোসিস : কিডনি ক্যান্সারে একটি সুগভীর ঔষধ। রক্তক্ষরণের প্রবণতা সম্পন্ন রোগী। অত্যন্ত বাচাল সন্দেহবাতিক ব্যক্তি। দুর্গন্ধযুক্ত। রোগী সর্বদা আলগা পোষাক পছন্দ করে সকল কষ্ট রাত্রে বৃদ্ধি পায়।

লাইকোপডিয়াম : ক্যান্সারের একটি সুগভীর ঔষধ। মূত্রে লাল রঙের তলানি পড়ে। প্রস্রাবের আগে পশ্চাৎদেশে ব্যথা অনুভব হয়। রাত্রে অতি প্রজ্জাব। রোগী গরম কাতর এবং গরম খাদ্য ও পানীয় পছন্দ করে। পেটে বায়ু জমা হয়।

ফসফরাস : রোগা পাতলা লম্বা চেহারার রোগী। রক্তক্ষরণ প্রবণতাযুক্ত। মূত্র আযলবুবিন ও লাল রঙের তলানিযুক্ত হয়। তৎসহ প্রজ্রাবে ভ্বালা।

পিকরিক অ্যাসিড : রোগী অত্যন্ত দুর্বল। রক্তযুক্ত স্বল্প মৃত্র। রাত্রে প্রত্রাবের বেগ বেশি। পা ফুলে যায়. ও ভারী হয়ে যায়। গায়ে জ্বালা ও কোমরে ব্যথা থাকে।

টেরেবিস্থিনা : বেদনাযুক্ত প্রজ্রাব, কিডনির স্থানে ব্যথা ও জালা, রক্তমিশ্রিত, অ্যালবুমিন মিশ্রিত রঘু সুর শোথ।

থুজা: সর্বপ্রকার ক্যান্সারের সুগভীর উষধ। অতীতে প্রতিবেত্ত্বাসন নেওয়ার ইতিহাস। নির্দিষ্ট ধারণার বশবতী রোগী। রোগী অত্যন্ত শীতকাতর। প্রতব করার সময় ব্যথা অনুভব হয়। হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ যা ধারণ করতে অক্ষম। পেটের মধ্যে বায়ুর সঞ্চার হয়। এছাড়াও অনেক

ঔষধ আছে কারণ লক্ষণ এবং মায়াজম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যাবে। কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া বধ খাওয়া উচিত নয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কাঁচির গুণেই জিনের গুণ

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়

কাঁচি বস্তুটি ইদানীং একটা 'প্রতীক' হয়ে উঠেছে তা ও আবার বিজ্ঞানে। কী করে সেটা বলার আগে জানাই যে ২০২০ সেসব ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী তার একটা ঘটেছে নোবেল পুরস্কারের ক্ষেত্রে। দুই মহিলা বিজ্ঞানী ইমানুয়েল শার্পেন্টিয়ার (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টির্টিউট, জার্মানি) আর জেনিফার ডাউডানা (ইউনিভাসিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে) জুটি এই পুরস্কার পেয়েছেন রাসায়নের। মেরি কুরি-র পর এই ঘটনা পদার্থবিদ্যা বা রসায়নে নোবেলের ইতিহাসে আর ঘটেনি। বিজ্ঞানি লিঙ্গবিভাজন হয় না বলে যারা মনে করে, তাদের মনে করিয়ে দিই, এই ঘটনাটা এতই ব্যতিক্রমী যে বিশ্বের যাবতীয় খ্যাতনামা বিজ্ঞান পত্রিকা এই ঘটনাকে 'মেয়েদের জয়' বলে দেখিয়েছে। এমন ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ডাকনাম হল ক্রিসপার-ক্যাস ৯ যাকে অনেকেই 'নিজ কাটার কাঁচি' বলে জানেন। সেই থেকেই কাঁচি হয়ে উঠেছে প্রতীক। কিন্তু জিন নিয়ে কাটাকুটি, জিন-থেরাপি, জিন প্রযুক্তি এসব তো কোনও নতুন কথা নয়। জিনান্তর ঘটানো (জেনেটিক্যালি ডমিফায়েড) খাদ্য থেকে শুরু করে চিকিৎসা অবধি এর অগ্রগতি অব্যাহত। তাহলে শার্পেন্টিয়ার-ডাউডানা-র কাজের অভিনবত্ব কোথায়।

সেটা জানতে গেলে কাজের গভীরে একটু ঢুকতে হবে। তবে তারও আগে মনে রাখতে হবে তিনটি কথা। প্রথমত, জীবনের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হল জিন, যা আসলে কোষের মধ্যে থাকে ডি এনএ অণুর ছোট ছোট অংশ। দ্বিতীয়ত, ডিএনএ হল অতিদীর্ঘ এক অণু, যাকে অনেকটা প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো দেখতে এবং যা পরস্পর জুড়ে থাকা দু'টি সুতোর মতো অংশ দিয়ে গঠিত, এই সুতো কিছু সুগার, ফসফেট আর ক্ষারক অণু পরপর জুড়ে তৈরি হয়। এই ক্ষারক অণুগুলির ক্রমবিন্যাসই (মানে কার পরে কে বসছে) আসলে

জীবনের নানারকম বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। ডিএনএ-র মধ্যের এই ক্ষারত অণুর ক্রমবিন্যাসের বদল ঘটিয়ে জীবরে গুণাগুণকে পরিবর্তন করাই ডিএনএ কাটাকুটির লক্ষ্য। আর তৃতীয়ত, ডিএনএ-র নির্দেশে কোষে তৈরি হয় নির্দিষ্ট বিন্যাসের আর-একটি ছোট তন্তুর মতো অণু 'আরএনএ) আর কোষে পাওয়া যায় কিছু নিউক্লিয়েজ জাতীয় প্রোটিন যারা ডিএনএ-র নির্দিষ্ট জায়গায় দু'টি অণুর মাঝের সূত্রকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে কেটে ফেলতে পারে। প্রচলিত পদ্ধতিতে ডিএনএ- কাটাকুটির অর্থ হল নির্দিষ্ট নিউক্লিয়েজকে ঠিকঠাক জায়গায় প্রয়োগ করে গোটা একটা জিনকে বাদ দিয়ে বহিরাত একটি জিনকে বসিয়ে দেয়া। আর ক্রিসপার ক্যাস ৯ পদ্ধতিতে একটি আরএনএ আর একটি নিউক্লিয়েজের সাহায্যে ডিএনএ কে কেটে কিছু জায়াগয় বিন্যাসকে বদলানো হয়। অর্থাৎ আগেকার পদ্ধতিতে ডিএনএ-কে কাটার জন্য একটিউ উপাদান ব্যবহার হয় আর নতুন পদ্ধতিতে দু'টি উপাদান ব্যবহার হয়। তাই আগের পদ্ধতি যদি হয় এক ফলার ছুরির মতো তাহলে নতুন পদ্ধতি হবেই দুই ফলা কাঁচির মতো। এই পদ্ধতিও আসলে প্রকৃতি (জীবাণু থেকেই পাওয়া । আমাদের ঘরের এক শত্রু ইমানুয়েল শার্পেন্টিয়ার ও জেনিফার ডাউডানা ভাইরাস কিন্তু আর এক শত্রু জীবনাণুকেও আক্রমণ করে মেরে ফেলতে পারে। তার থেকে বাঁচার জন্য জীবাণুর আছে নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। জীবাণুর ডিএনএ-র একটা বিশেষ অঞ্চল যার নাম সংক্ষেপে ক্রিসপার আর ক্রিসপার অ্যাসোসিয়েটেড বা ক্যাস শ্রেণিভুক্ত একরকম প্রোটিন এই দুইয়ে মিলে জীবাণুর প্রতিরক্ষা। কোনও বাইরাস জীবনাণুর সঙ্গে যুদ্ধে মারা পড়লে তার ডিএনএ-র নমুনা মেমরি ব্যাঙ্কের মতো জাবাণুর ক্রিসপার অঞ্চলে জমা থাকে। ফলে ওই ভাইরাস আবার আক্রমণ করলে জীবমাণু তাকে চিনতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ডিএনএ--র নির্দেশে জীবাণুর শরীরে একজোড়া আরএনএ তৈরি হয়, যার মধ্যে একটা আরএনএ ওই ভাইরাসের মতোই বিন্যাসযুক্ত গাইড আরএনএ। এরাই উপযুক্ত ক্যাস প্রোটিনকে (যেমন ক্যাস-৯) রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যায় যেখানে তার নিজের মতো ডিএনএ। বিন্যাস আছে, অর্থাৎ ভাইরাসের কাছে । ক্যাস প্রোটিন সেইখানে আক্রমণ করে ডিএনএ-কে ভেঙে দেয় আর ভাইরাস মারা যায়।

জীবাণুর শরীরের ভিতরের এই কৌশলকে বাইরে কাজে লাগিয়ে ডিএনএ-নির্দিষ্ট অংশকে বদলাতে পারাই হল জিন-প্রযুক্তির এই নতুন পদক্ষেপ। ইচ্ছামতো বিন্যাসের ডিএনএ বা আরএনএ কৃত্রিমভাবে তৈরি করা এখন খুব পরিচিত ব্যাপার। কোষের ডিএনএ-র কোনও জায়গার বিন্যাস বদলাতে হলে প্রথমে ঠিক তার মতো বিন্যাসের আরএনএ তৈরি করা হয় অতঃপর সেই বহিরাগত গাইড আরএনএ-র সাহায্যের ক্যাস ৯ কে বোকা বানিয়ে ডিএনএ-র কাছে নিয়ে যাওয়া ও তাকে কেটে ফেলাতেই এই কাজের সাফল্য। এবার কাটা অংশে উপযুক্ত বিন্যাসের ডিএনএ টুকরো বসিয়ে মেরামত করে ফেললেই কাজ শেষ। অর্থাৎ ভাইরাস আক্রমণ চাড়াই শুধুমাত্র ডিএনএ সংশোধনের জন্যই এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। অবশ্যই কাজটা এত সহজ নয়। তবুও পুরনো পদ্ধতির তুলনায় এই প্রযুক্তির প্রয়োগ এতটাই সহজ, নিখুঁত এবং কম খরচের যে বিজ্ঞানীরা একে রীতিমতো বিপ্লব বলে মনে করেন। ২০১১৪ সালের এই কাজ ইতিমধ্যেই কৃষিক্ষেত্রে উন্নত মানের শস্য, ফল, ছত্রাক ইত্যাদি বানানোয় প্রভুত সাফল্য পেয়েছে। বিভিন্ন জিনবাহিত রোগের চিকিৎসায় এবং ভাইরাসঘটিত রোগের প্রতিরোধ এই প্রযুক্তির সম্ভাবনা অসীম। ভয়ও আছে অপব্যবহারের জিন বদলানো এতই সহ হয়ে গেল এবীর মানুষ তো একেবারে ভ্রূণ থেকে শুরু করে করতে চাইবে যাতে শার্পেন্টিয়ার ডাউডানার মতো বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে হয়।

সেসব পরের কথা। দুই মহিলা নোবেল পাওয়ার মধ্যে অনেকেই পক্ষপাতিত্বের গন্ধ পেয়েছেন। বাস্তবিক এই বিষয়ে এঁদের দু'জনের সমমানের কাজ অনেকেই করেছেন, যার মধ্যে এমআহাঢ -র বিজ্ঞানী ফেংঝাং-এর কথা কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না। তবে নোবেল পুরস্কার কবেই বা পক্ষ পাতশূন্য ছিল। সেটা হলে তো লিজে মাইটনার (ইউক্লিয়ার ফিসন), মাদাম য়্যু (প্যারিটি ভায়োলেশন), জসলিন বেল (পালসার) এঁদের নামও নোবেল বিজয়ীদের তালিকায় থাকত। এভাবেই দাঁড়ি পাল্লা কখনও কখনও উল্টোদিকেও হেলে যায়।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিপিআইএমএল-এর নেতৃত্ব বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব

সিপিএমেও বিক্ষোভ পছন্দসই প্রার্থীর দাবিতে

জলঙ্গি, ১০ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূল ও বিজেপির পর সিপিএমে বিক্ষোভ পছন্দসই প্রার্থীর দাবিতে। সিপিএম নেতা ইউনুস সরকারকে জলঙ্গি থেকে প্রার্থী করতে হবে। এই দাবীতে সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা জলঙ্গিতে একাধিক পার্টি অফিসে তালা মেরে দিয়েছেন।

জলঙ্গি পার্টি অফিস, জোরতলা পার্টি অফিস ও সাদিখাঁনদেয়ার পার্টি অফিসে তালা দেন সিপিএম সমর্থকরা। সিপিএমের জলঙ্গির এরিয়া কমিটি সম্পাদক আবু বাক্কারের বাড়ি ঘিরে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা। বুধবারও চলছে এর রেশ। তাঁদের দাবি জলঙ্গি থেকে সিপিএম প্রার্থী হিসাবে ইউনিস সরকারকে প্রার্থী করতে হবে। অন্য কোনও প্রার্থীকে মেনে নেওয়া হবে না। প্রসঙ্গত মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস ও সিপিএমের জোটের মধ্যে জলঙ্গি আসনটি সিপিএম প্রার্থী দেবে। ইউনুস সরকার জলঙ্গি বিধানসভা থেকে তিন বারের বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৬ তে সিপিএমের হয় প্রতিদ্বিতা করেন আব্দুর রাজ্জাক। বছর না ঘুরতে ঘুরতে তৃণমূলে যোগদান করেন আব্দুর রাজ্জাক। এরপর থেকে সংগঠনের হাল ধরেন ইউনুস সরকার। সিপিএম সমর্থকদের দাবি প্রাক্তন বিধায়ক ইউনুস সরকারকে সিপিএমের প্রার্থী করতে হবে।

মুর্শিদাবাদে ২২ টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৬ টি আসনে ও বামেরা ছ'টি আসনে প্রার্থী দেবে বলে ঠিক হয়। জলঙ্গি বরাবরেই সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি। কয়েকদিন ধরেই সিপিএমের তরফ থেকে ইউনুস সরকার প্রার্থী হচ্ছে না বলে জানতে পারেন সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা। এর পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন কর্মীরা। আবু বাক্কার বলেন, আমাদের দলের কর্মী সমর্থকরা এসেছিলেন। তাঁদের বুঝিয়ে বলেছি। তাঁদের যে দাবি জেলা নেতৃত্বকে তা জানিয়েছি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনার বাড়বাড়ন্তে দিশেহারা ব্রাজিল

রিও ডি জেনেইরো, ১০ মার্চ (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুতে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে ব্রাজিল। বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২ লক্ষ ৬৮ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ৯৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৬৮-তে পৌঁছেছে। সংক্রমণও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৬৯,৫৩৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১১,১২৫,০১৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

৩ বেড়ে দিল্লিতে মোট মৃত্যু ১০,৯৩১, করোনা-সংক্রমিত আরও ৩৭০ জন

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের বাড়ল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। একইসঙ্গে দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ৩ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৭০ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬ লক্ষ ৪২ হাজার ০৩০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ হাজার ৯৩১ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬ লক্ষ ২৯ হাজার ১৯৯ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৭৯ জন। বুধবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৯০০ জন। মৃত্যুর সংখ্যা কমছে তাই স্বস্তিতে দিল্লিবাসী।

তৃণমূলের প্রার্থী হয়েও বিজেপি-তে প্রশ্নচিহ্নের মুখে সরলা মুর্মু

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : বিধানসভা ভোটে টিকিট পেয়েও তৃণমূল ছেড়েছিলেন হবিবপুরের প্রার্থী সরলা মুর্মু। যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। আশা ছিল, পছন্দের আসন থেকেই হয়তো বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবেন সরলা।

কিন্তু আদৌ তাঁকে দল প্রার্থী করবে কি না, তা নিয়েই সংশয়। ফলে সরলার দলবদল আদৌ ফলপ্রসূ হবে কি না, তা এখনও প্রশ্নচিহ্নের মুখে। শুক্রবার ২৯১ টি বিধানসভা আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন তৃণমল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রার্থীতালিকায় নাম ছিল সরলা মুর্মুর। তা সত্ত্বেও দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ওই তৃণমুল নেত্রীর দাবি, বহুবার দলকে জানিয়েছিলেন, মালদহের প্রার্থী হতে চান তিনি। কিন্তু দল তাতে কর্ণপাত করেনি। হবিবপুরের প্রার্থী করা হয়েছিল তাঁকে। সেই কারণেই দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তড়িঘড়ি কলকাতা এসে যোগ দেন গেরুয়া শিবিরে। জানা গিয়েছে, সরলাকে প্রার্থী করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, গত সোমবার দলবদল করেছেন তিনি। কিন্তু বিজেপির প্রার্থী তালিকা তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগেই। ইতিমধ্যেই সেই তালিকা পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। প্রথম দু'দফা বাদে বাকিটা প্রকাশিত না হলেও মনে করা হচ্ছে গোটা তালিকাই প্রস্তুত। ফলে সেখানে নতুন নাম সংযোজন করতে হলে জটিলতা তৈরি হবে। দ্বিতীয়ত, সরলা মুর্মুর পছন্দের আসন মালদহ তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু সরলা তফসিলি উপজাতির। ফলে দল সম্মতি দিলেও ওই আসনে সরলার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব কি না, সে বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের অনুমান, তড়িঘড়ি শিবির বদল করেও লাভ হল না সরলার। যদিও সরলার দাবি, প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছে নেই তাঁর। দলে অনেক সমস্যা ছিল, সেই কারণেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তিনি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

৫ দিন বন্ধ থাকবে সরকারি ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, ভোগান্তির শঙ্কা

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি.স.): দেশের বিভিন্ন সরকারি ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আগামী ৫দিন বন্ধ থাকবে। এই সমস্ত ব্যাঙ্ক শিবরাত্রী, বনধ, শনি ও রবিবারের জন্য বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক পরিষেবা। ১১ মার্চ বৃহস্পতিবার মহাশিবরাত্রীর জেরে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও উত্তর ভারতের রাজ্যের ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। এছাড়া ১৩ মার্চ মাসের দ্বিতীয় শনিবার, তাই সেদিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। রবিবার ১৪ মার্চ বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। এরপর ১৫ ও ১৬ মার্চ ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। এর জেরে বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। অর্থাৎ ৫ দিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। কেন্দ্র সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ধর্মঘট ডাক দিয়ে ব্যাঙ্ককর্মীরা। সরকারি ব্যাঙ্ককে প্রাইভেট করার প্রতিবাদ জানাচ্ছে সমস্ত কর্মচারীরা। এর জেরে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের তরফে ১৫ ও ১৬ মার্চ বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে।

নন্দীগ্রামে পড়ে গিয়ে আহত হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : বুধবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিনেই নন্দীগ্রামে পড়ে গিয়ে আহত হলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, তিনি শারীরিক হেনস্তার শিকার হয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে আলোড়ণ ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এদিন প্রচারে গিয়ে নন্দীগ্রামে পড়ে আহত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেয়াপাড়ায় একটি মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরনোর সময় ধাক্কা মেরে তাঁকে চার-পাঁচজন ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল নেত্রীর মাথায়, কপালে এবং পায়ে চোট লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। তাই প্রচার মাঝপথে বন্ধ রেখেই কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে তাঁকে। গোটা ঘটনায় ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মমতা।

অভিযোগ, এ দিন বিকালে ভিড়ের মধ্যে থেকে আচমকাই চার-পাঁচ যুবক মুখ্যমন্ত্রীকে ধাক্কা মারেন। সেই ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়ে যান তৃণমূল সুপ্রিমো। পায়ে, মুখে চোট পান তিনি। নিরাপত্তা রক্ষীরা কোনও রকমভাবে তাঁকে পাঁজাকোলে করে গাড়িতে তুলে দেন। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। তৃণমুল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এটি একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত বলে অভিযোগ করেছেন। বুধবার হলদিয়ায় মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে নন্দীগ্রামে ফিরে আসেন মমতা। সেখানে গাড়ি নিয়ে একাধিক মন্দির দেখতে বেরিয়েছিলেন তিনি। সব শেষে রেয়াপাড়ায় যে বাড়ি ভাড়া নিয়ে রয়েছেন, সেখানকার রানিচকের একটি মন্দিরে হরিনাম-সঙ্কীর্তন শুনতে যান। সেখান থেকে বেরনোর সময়ই ভিড়ের মধ্যে থেকে তাঁকে ধাক্কা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর তৃণমূলনেত্রীর পরিকল্পনা তড়িঘড়ি বদল করা হয়। সন্ধ্যায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এদিন সকালে ঠিক হয়েছিল তিনি নন্দীগ্রাম থেকে বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় রওনা হবেন।

সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে ছাত্র খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত ডানকুনি, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : ছাত্র খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ডানকুনি। ভাঙচুর চলে পুলিশের গাড়িতে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আটক করা হয়েছে ৭ জনকে।

সূত্রের খবর, মৃত ওই যুবক সুদীপ্ত দুয়ারি ডানকুনির বাসিন্দা। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। মঙ্গলবার ভোরবেলা এক বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন ওই যুবক। ফেরার পথে দুই সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে বচসা হয় সুদীপ্তর। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এরপর সিভিক ভলান্টিয়াররা বেধড়ক মারধর করে সুদীপ্ত ও তাঁর বন্ধুকে। কোনওক্রমে বন্ধু প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেও রক্ষা পাননি সুদীপ্ত।

অভিযোগ, মারধরের পর অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়াররা নয়ানজুলিতে ফেলে দেয় ওই যুবককে। পরিবারের দাবি, বিষয়টি জানতে পেরে তাঁরা ডানকুনি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলেও কোনও লাভ হয়নি। অভিযোগ, দেহ দেখতে পেলেও উদ্ধার কাজে হাত লাগায়নি পুলিশ। পরে বুধবার সকালে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারের নয়ানজুলি থেকে সুদীপ্তর দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপরই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। উত্তেজনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। বিশাল পুলিশ বাহিনীর সামনেই দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে স্থানীয়রা। ভাঙচুর চালায় পুলিশের গাড়িতে। এরপর পালটা লাঠি চালায় পুলিশ। তা নিয়ে কার্যত ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। নামানো হয় ব্যাফ।

দীর্ঘক্ষণ পর নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। পুলিশের দাবি, ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা। যদিও মৃতের পরিবারের দাবি, অভিযুক্তরা এলাকাতেই রয়েছে। সুদীপ্তের দাদা তাদের শনাক্তও করেছে, কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। দুয়ারি পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

তৃণমূলের পর ছাড়লেন অন্যান্য পদও, শিলিগুড়িতে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন নান্টু পাল

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : প্রত্যাখ্যাত প্রত্যাশীদের অনেকে ইতিমধ্যে চলে গিয়েছেন রাজ্যের প্রধান বিরোধীদলে। কেউ কেউ যাওয়ার মুহূর্ত গুনছেন। কিন্তু এলাকার পরিচিত নেতা নান্টু পাল দলত্যাগের পর শিলিগুড়ির নির্দল প্রার্থী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করলেন।

এর আগে এই শহরে এভাবে কোনও তৃণমূল নেতা দল ছেড়ে নির্দল প্রার্থী হননি। ফলে, তাঁকে কেন্দ্র করে এবার শাসকদলের ফাটল চওড়া হল। শীঘ্রই এলাকায় তিনি প্রচারও শুরু করবেন বলে জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ওমপ্রকাশ মিশ্র 'বহিরাগত'। এই অভিযোগ তুলে সোমবারই শাসকদলের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টেনেছেন ক্ষুব্ধ নান্টু পাল। মঙ্গলবার তিনি ছাড়লেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদও। নির্বাচনী লড়াইয়ে তিনি নামবেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে।

শিলিগুড়িতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দলের অন্দরের ফাটল আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। নান্টুবাবুর দাবি, তৃণমূল প্রার্থী ওমপ্রকাশ মিশ্রকে শহরের মানুষ চাননি। বরং সকলে তাঁকেই তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে চেয়েছিলেন। কিন্তু তেমনটা হয়নি। আর তার জেরেই দলত্যাগের সিদ্ধান্ত। শোনা যাচ্ছে, বিজেপি সমর্থিত নির্দল হিসেবে ভোটে লড়বেন তিনি। বেশ কয়েকটি খেলাধুলো ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নান্টু পাল। নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেও সেই সমস্ত সংগঠনের সদস্যদের পাশে পাবেন বলেই দাবি তাঁর।

কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে নান্টুবাবু এর আগে শিলিগুড়ি বিধানসভা ভোটে হেরেছিলেন। তবে কাউন্সিলর হিসেবে তাঁর সাফল্য ঈর্ষণীয়। ১৯৯৮ সাল থেকে পরপর ভোটে তিনি জিতেছেন। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগে নান্টুবাবুর মেয়ের বিয়েতে হাজির হয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই শিলিগুড়ির আসন থেকে তাঁর প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যদিও তাঁর পাশাপাশি নাম উঠে এসেছিল তৃণমূলের দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক সভাপতি রঞ্জন সরকারেরও। তবে খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই ওমপ্রকাশ মিশ্রর নাম ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তারপরই প্রকাশ্যে চলে আসে দলীয় কোন্দল।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রচারে বিরোধীদের চেয়ে এগিয়ে তৃণমূল, কোথায় কে কতটা সক্রিয়

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : নন্দীগ্রামের প্রার্থী হিসেবে বুধবার মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার পথযাত্রা করে হলদিয়া মহকুমা শাসকের দফতরে গিয়ে তিনি এই মনোনয়নপত্র পেশ করেন।

একেই মুখ্যমন্ত্রী, তাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রচারে যে আলাদা ঝলক থাকবে, বলাই বাহুল্য! আর এক গাঁয়ের আসন দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রেও ভোটের তাপ কম নয়। কংগ্রেস, বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা হয়নি। প্রচার শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বজবজে এবার তাদের নতুন স্লোগান 'অশোক দেব বিরামহীন, বজবজে ৩৬৫ দিন'। বুথসভা থেকে ছোট ঘরোয়া বৈঠকসবেতেই ভাববিনিময় হচ্ছে এই রীতিতে। তৃণমূল নেতৃত্বের কথায়, এ জেলার ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভিতর অশোকবাবু একমাত্র বিধায়ক, যিনি পাঁচবার এক জায়গা থেকে জয়ী হয়েছেন। এই নজির জেলায় আর কোনও বিধায়কের নেই।

এই প্রথম একজন রংপোলি জগতের কাউকে টিকিট দেওয়া হল সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রে। এবার সেখানে তৃণমূল প্রার্থী লাভলি, খুড়ি অরুন্ধতী মৈত্র। এই কেন্দ্রে কোনওদিন তারকা প্রার্থী দাঁড়াননি। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহের শেষ ছিল না। প্রার্থী ঘোষণার পর কয়েকদিন কেটে গেলেও তিনি এলাকায় না আসায় একটা ক্ষোভের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনীর প্রচার শুরু করার আগে, মঙ্গলবার প্রথম নিজের কেন্দ্রে প্রথম পা রাখলেন এই টেলি-তারকা। রাজপুরে বিপদতারিণী মন্দিরের ভিতরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। বাইরে দাঁড়ানো বেশ কয়েকজন মহিলার তখন উত্তেজনা তুঙ্গে"মোহরের দিদি হয়েছে যে, সে এসেছে রে। টিভিতে দেখেছি, এবার সামনে দেখব।" তাঁকে একঝলক দেখার জন্য এলাকার মহিলা এবং কচিকাঁচাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রার্থী জানালেন, মন্দিরে পুজো দিয়ে গেলেন। শীঘ্রই নেমে পড়বেন ভোটযুদ্ধে। হিন্দিবাসিদের মন পেতে রঘুনাথপুরের তৃণমূল প্রার্থী হাজারি বাউরির সমর্থনে হিন্দিতে দেওয়াল লিখন পড়েছে। অন্যদিকে, বুধবার মনোনয়ন পেশের আগে তমলুকে প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের পথযাত্রা নজর কেড়েছে এলাকার বাসিন্দাদের। প্রচার শুরু করেছেন গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গোমাল রব্বানি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অগপয় যোগ দিয়ে নিজের কেন্দ্রে ফিরেই বিতর্কে জড়ালেন বিধায়ক আজিজ খান, মিছিলে অংশগ্রহণকারী হত এক, জখম চার

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ মার্চ (হি.স.) : অগপ দলে যোগ দিয়ে নিজ কেন্দ্রে ফিরেই বিতর্কে জড়ালেন বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান। তাঁকে স্বাগত জানাতে মিছিলে থাকা একটি সুমো গাড়ির ধাক্কায় বেঘোরে প্রাণ গেল বছর কুড়ির এক তরতাজা যুবকের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও চার জন। কিন্তু টিকিট প্রাপ্তির আনন্দে দিশেহারা আজিজের এদিকে কোনও খেয়ালই ছিল না। তিনি মৃত ব্যক্তি সহ জখমদের কোনও খোঁজখবর না নিয়েই ঘটনাস্থল থেকে চলে যান।

ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকাল ৪ টা নাগাদ। মৃত যুবকের বাড়ি এরালিগুলের বান্দরকোণায় বলে জানা গিয়েছে। এনিয়ে আজিজ আহমেদ খানের বিরুদ্ধে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। সিটিং গেটিং ফর্মুলায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগে প্রথমে দলীয় টিকিট থেকে বঞ্চিত হলেন। এর পর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অগপ দলের টিকিটের নিশ্চয়তা পেলেন। টিকিটের নিশ্চয়তা পেয়ে কয়েক শত গাড়ির বহর নিয়ে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ফেরাটা মোটেই সুখের হলো না দক্ষিণ করিমগঞ্জের বর্তমান বিধায়ক তথা সদ্য অগপ দলে যোগ দেওয়া আজিজ আহমদ খানের। অগপ দলের টিকিট নিয়ে নিজ কেন্দ্রে ফিরেই অঘটনের শিকার আজিজ আহেমদ খান।

তাঁর বিশাল কনভয়ের কারণে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে উঠে। কনভয়ে থাকা সুমো গাড়ির ধাক্কায় অকালে প্রাণ গেল এক তরতাজা যুবকের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও চার জন। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ করিমগঞ্জের চেরাগিতে। তাঁর বিশাল কনভয়ের একটি সুমো গাড়ির ধাক্কায় এক যুবকের প্রাণহানি হলেও, বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান মৃত যুবকের কোনও খবর না নিয়ে কনভয় নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান। এনিয়ে সমগ্র দক্ষিণ করিমগঞ্জ জুড়ে বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, মঙ্গলবার মিত্র জোটের পক্ষ থেকে অগপর টিকিট নিয়ে নিজ কেন্দ্রে ফেরেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের বর্তমান বিধায়ক আজিজ আহমদ খান। তাঁকে স্বাগত জানাতে কয়েক শত গাড়ির মিছিলের আয়োজন করেন আজিজের সমর্থকরা। গাড়ির মিছিল করিমগঞ্জ থেকে রাতাবাড়ি যাওয়ার পথে চেরাগিতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আজিজ আহমেদ খানের মিছিলে থাকা একটি সুমো বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবোঝাই একটি এপি গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে এপি গাড়িটি জাতীয় সড়কের উপরেই পাল্টে যায়। ঘটনার পরই চালক সুমো গাড়িটি নিয়ে মিছিলের সুযোগে ঘটনাসল থেকে পালিয়ে যায়।

দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এপি গাড়ির যাত্রী বিজিত কুমার নাথ (২০) নামের এক যাত্রীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে। এপি গাড়িতে থাকা বাকি আরও চার যাত্রী গুরুতর জখম হন। স্থানীয় জনগণ জখমিদের উদ্ধার করে বারইগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যান। জখমিদের অবস্থা সংকটজনক থাকায় কর্তব্যরত চিকিৎসক এদেরকে তৎক্ষনাৎ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। জখমি যাত্রীরা হলেন মস্তাক আহমদ (৪৮), দিলয়োরা বেগম (২৩), মনরুল ইসলাম (২৬). আব্দুল হাসিব (৪৭)।

এদিকে ঘটনার পরই স্থানীয় জনগণ বারইগ্রাম পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাসলে উপস্থিত হয়ে মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ঘটনার পরই অভিশপ্ত সুমো গাড়িটি এখান থেকে পলায়ন করায় এবং বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান দুর্ঘটনাসলে না থেমে খবর না নেওয়ায় স্থানীয় জনগণ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা আজিজ আহমেদ খানের এহেন কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানান। একজন বিবেকবান মানুষ হিসাবেও মৃত ব্যক্তির খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল আজিজ আহমদ খানের।

কেরলে ৮৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা বামেদের, ধর্মডম থেকে লড়বেন পিনারাই

তিরুবনন্তপুরম, ১০ মার্চ (হি.স.): কেরলে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৬ এপ্রিল। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সিপিআই (এম)। বুধবার কেরল বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৮৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল সিপিআই (এম)। সিপিআই (এম)-এর প্রকাশিত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, এবারের বিধানসভা নির্বচনে ধর্মডম থেকে লড়বেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা লড়বেন মাত্তান্নুর বিধানসভা আসন থেকে এবং থাভানুর আসন থেকে লড়বেন কে টি জলীল। কেরলে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ৬ এপ্রিল। কেরলে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা হবে ২ মে। কেরল বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ১ জুন, কেরলে বিধানসভা আসনের সংখ্যা ১৪০ (এসসি-১৪ এবং এসটি-২)।

সাফল্য দিল্লি পুলিশের, লালকেল্লা হিংসা মামলায় ধৃত আরও দুই অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি.স.): প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন লালকেল্লায় হিংসা মামলায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। ২৬ জানুয়ারি লালকেল্লা হিংসা মামলায় এবার দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়েছে মনিন্দরজিৎ সিং এবং খেমপ্রীত সিং। বুধবার সকালে দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা জানিয়েছে, অভ্যাসগত অপরাধী মনিন্দরজিৎ সিং একজন ডাচ নাগরিক, ব্রিটেনের বামিংহামে তার ঠিকানা। ভুয়ো ভ্রমণ নথি নিয়ে পালানোর সময় দিল্লি বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্ত খেমপ্রীত সিং লালকেল্লায় ভিতরে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের আক্রমণ করেছিল।

উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন রাজধানী দিল্লি দাপিয়েছিল কৃষকদের ট্র্যাক্টর। নজিরবিহীন হিংসার ঘটনার সাক্ষী থেকেছিল রাজধানী। হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল লালকেল্লায়। আক্রান্ত হয়েছিলেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। দিল্লিতে ২৬ জানুয়ারির হিংসার ঘটনায় ইতিমধ্যেই অনেকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, এবার দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়ল মনিন্দরজিৎ সিং এবং খেমপ্রীত সিং।

হরেকরকম

মধ্যবিত্ত পরিবারের বড়ো স্কুলে সন্তানকে পড়ানোর ইচ্ছা, তার পরিণতি নিয়ে আসছে 'কিশলয়'

বড় স্কুলে পড়ানো ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়ানো বর্তমান সমাজের একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেই সমস্ত স্কুলের মাইনে সে তো আকাশ ছোঁয়া। দিকে যখন মধ্যবিত্ত পরিবারের মা-বাবাদের নাভিশ্বাস উঠে মাইনে দিতে গিয়ে অন্যদিকে আর একটি শিশুর ওপর চলে মার্কশিটে ভুরি ভুরি নাম্বার নিয়ে আসার প্রেসার। আর এই দুটির চাপে পড়ে শিশুমন এবং একটি গোটা পরিবার। বিগত কয়েক বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বহু ছাত্র-ছাত্রী মা-বাবার এক্সপেক্টেশন এর নাম্বার না তুলতে পারার নিজেরাই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। ইঁদুর দৌড় এর শেষ কোথায় তা জানে না কেউই। আচ্ছা, ভালো মানুষ হতে গেলে কি ভালো নাম্বার পাওয়া জরুরি।

এক নির্মম বাস্তব উঠিয়ে আসবে পরিচালক আতিউল ইসলামের পরবর্তী ছবিতে। যেখানে বছর ছয় সাতের একটি মিষ্টি ফুটফুটে মেয়ে অন্তরা, বাবা মা'র অনুপস্থিতিতে বাড়ির ছাদ থেকে লাভ মেরে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার কারণ হিসেবে একটি চিঠিতে লিখা যায় তার বাবার জন্য সে আত্মহত্যা করেছে এবং তার বাবা খুব খারাপ একজন মানুষ। সেই চিঠির ভিত্তিতে বাবা অরিত্র গাঙ্গুলীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে সে জামিন পেয়ে বাড়িতে আসে। কিন্তু, প্রাথমিক দন্তী দেখা যায় অরিত্র গাঙ্গুলী সেদিন রাগের মাথায় পারবে অন্তরাকে একটি চড় মেরেছিল আর তাই অন্তরা আত্মহত্যা করে। এবার তাই নিয়ে চলে এই গল্প। যেখানে সরকারি পক্ষের উকিল এবং অরিত্র গাঙ্গুলীর উকিলের মধ্যে তৈরি হয় বিচার নিয়ে দ্বন্দ্ব।

একজন যেখানে বলে অরিত্র গাঙ্গুলী অত্যন্ত বড় অন্যায় করেছে অন্যদিকে অরিত্র গাঙ্গুলীর উকিল বলেন প্রবল পরিস্থিতির চাপে পড়েই অরিত্র সেদিন চড় মেরেছিল। অরিত্র প্রবল আর্থিক দূর্দর্ষণ থেকেও মেয়েকে বড় স্কুলে ভর্তি করিয়েছিল, তাতেও কালো মেঘ আসে মেয়ের জীবনে কারণ স্কুলের অন্যান্য কিছু শিশু তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার জন্য অন্তরার সঙ্গে স্কুলে খেলাও বন্ধ করে দেয়। মেয়ের ইচ্ছা, আর্থিক দুর্দশা , ইঁদুর দৌড় সব মিলিয়ে রাগের মাথাতেই অরিত্র এটি করেছিলেন। কিন্তু তারপরে শেষ পরিণতি কি হয় তার জন্যই ছবির মুক্তি অবদি অপেক্ষা করতেই হবে। ছবির নাম 'কিশলয়'।

পরিচালক আতিউল ইসলাম,স্কুল জীবনের এক কঠিন বাস্তবকে নিয়ে আনতে চলেছেন 'কিশলয়'-এর গল্প। প্রতিটি স্টুডেন্টের জীবনে মার্কশিটের নম্বরটাই কি সব কিছু? নাকি অনেক নম্বর পাওয়ার চাপেই ঘনিয়ে আসে এক প্রবল মানসিক চাপ?

ছবির পরতে পরতে রয়েছে সাসপেন্স। এই ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত, অভিনেতা সুদীপ মুখার্জী, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, শিশু শিল্পী অদ্রিজা মুখার্জী, বিবেক ত্রিবেদী, দেবরাজ মুখার্জী প্রমুখ। ছবির গল্প লিখেছেন তানবীর কাজী। ছবিতে সঙ্গীতের দায়িত্বে রয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রাণী ব্যানার্জী। 'আরণ্যক ফিল্মস' প্রোডাকশন-এর ব্যানারে এই বছরই মুক্তি পাবে এই ছবি

গায়ের রং কালো নিয়ে শ্রুতির চরম দাওয়াই

বাসে লেখা থাকে আপনার ব্যবহার আপনার পরিচয়। কিন্তু ২০২১-এ দাঁড়িয়ে যখন টেকনোলজির লজিকে আমরা সবাই নেট বন্দী, তখনো কিছু সুশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে আপনার ব্যবহার নয়, আপনার শিক্ষা নয় আপনি জীবনে কি কাজ করেছেন সেটাও নয় বরং তাদের কাছে আপনার আসল পরিচয় আপনার গায়ের রং কী?

কিন্তু কি আশ্চর্য ! বাড়ির কারো রক্ত যদি দরকার পড়ে, তখন কিন্তু এই ব্যক্তিগুলি দেখেনি না যার শরীর থেকে রক্ত নিচ্ছেন তার গায়ের রং সাদা না কালো। আর যদি বিপদে পড়ে কোন বন্ধু থেকে টাকা ধার নিতে হয় সে ক্ষেত্রে তাদের খেয়াল থাকে না তার গায়ের রং সাদা না কালো। কিন্তু কিছু পার্টিকুলার সময়, যেমন ধরুন কাউকে দেখে সহজে মন্তব্য করতে, বিয়ে করতে,অভিনেতা অভিনেত্রীদের পর্দায় দেখতে গিয়েই তারা চোখে 'ফর্সা কালো মন্দ ভালো' র বিপুল ভণ্ড জ্ঞানের ভাণ্ডারে দূরবীন দিয়ে বিচার করতে বসে যায় একজনের চরিত্র থেকে শুরু করে তার কি করা উচিত ছিল, কেন সে করেনি কীভাবে করলে ভালো হতো তার সমস্ত দিক। তবে তাঁদের এই ভুল বিচারে আদতে যে তাঁদের মনের ও শিক্ষার বিচার হয় তা তারা বুঝতে পারে না।

মহানায়কের জীবনের নানা অজানা দিক নিয়ে আসতে চলেছে 'অচেনা উত্তম'

কিছু ব্যক্তিত্ব আছে যাদের নিয়ে জানার শেষ নেই। কারণ তাঁদের জীবনের ক্যানভাস জুড়ে জুড়ে আছে অসংখ্য মানুষের ইমোশন। তাঁদের নিয়ে যতই বলা হোক না কেন তা কম পড়ে যায়। এরকমই এক ব্যক্তিত্ব উত্তম কুমার। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত যে পর্দাতে এলেই ঝড় ওঠে,সিনে প্রেমীদের মনে। বাংলা ছবির সর্বকালের মহানায়ক উত্তম কুমারের জানা অজানা দিক নিয়ে আসতে চলেছে 'অচেনা উত্তম'। কুমারের ভূমিকায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ও মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের ভূমিকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এছাড়াও ছবিতে আছে দিতিপ্রিয়া রায় শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী। হয়ে গেলো ছবির শুভ মহরত। ছবির পরিচালক অতনু বসু। এই ছবিতে মহানায়কের জীবনের কোন কোন দিক দেখানো হবে তা নিয়ে দীর্ঘ রিসার্চ করেছেন শিবাশীষ বন্দোপাধ্যায়। মহানায়কের চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় জানালেন উত্তম কুমার তার কাছে মহানায়ক এর থেকেও বেশি 'ভগবান'। মহানায়ক উত্তম কুমারের কোন ছবি তিনি বারবার ঘুরে ফিরে দেখেন,এই প্রশ্নের উত্তরে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় জানালেন, উত্তম কুমার অভিনীত 'নায়ক' তিনি প্রতিদিন দেখতে পারেন।

নুসরতের স্বামী নিখিলের বিজনেস অ্যাকাউন্ট হ্যাক, তদন্তে পুলিশ

সাইবারি কারবারে জেরবার অবস্থা টলিউডের মিউজিক কম্পোজার থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের। একের পর এক হয় ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নয় ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে সাইবার হ্যাকারদের হস্তগত। কয়েকদিন আগে সাইবার হ্যাকারদের কবলে পরে মিউজিক কম্পোজার জয় সরকারের পেজ। তৎক্ষণাৎ নিজের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে তিনি সে কথা জানিয়ে দেন।

তারপর অভিনেত্রী মানালি দের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট হঠাৎই হ্যাকড হয়ে যায়। সে খবর তিনিও বাধ্য হয়ে জানায় তাঁর পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে। সেইসময় অভিনেত্রী,পরিবারের সঙ্গে শান্তিনিকেতন বেড়াতে গিয়েছিলেন। আচমকাই কোনো রকম মেল ছাড়াই তিনি দেখেন, তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত নাম ও তথ্য ডিলিট হয়ে গেছে।

তিনি সাথে সাথেই উপলব্ধি করতে পারেন তিনিও সাইবার হ্যাকারদের শিকার। অভিনেত্রী মানালি দে সেই মুহূর্তে কিছুটা ভীত আতঙ্কিত হয়ে যান। মানালির অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে তাঁর সমস্ত ছবি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলোয়ার্স তালিকাও ফাঁকা।সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করে ছিল অভিনেত্রী মানালি দে।

এবার হ্যাক করা হয়েছে তৃণমূলের অভিনেত্রী-সাসংদ নুসরতের স্বামী নিখিল জৈনের দু'টি ব্যবসায়িক ব্র্যান্ডের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট। ওই দু'টি অ্যাকাউন্ট সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্দেশে শাড়ি এবং পোশাক বিক্রির জন্য ব্যবহার করা হত। অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে সমস্ত পোস্টার এবং ফটোশুটের সমস্ত ছবি মুছে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, নিখিলের ওই দু'টি বাণিজ্যিক ব্র্যান্ডের প্রধান মুখ ছিলেন অভিনেত্রী-সাংসদ নুসরত। কিন্তু এ প্রসঙ্গে নিখিল বলেছেন , এ বার নতুন ডিজাইন নিয়ে নতুন মুখকে আনা হচ্ছে তাঁর শাড়ির ব্র্যান্ড 'রং গোলি'। সেই কারণে তিনি দিল্লিতে ব্যস্ত ছিলেন। পুলিশের ডাক পেয়ে অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বদল এবং সেই সংক্রান্ত সইসাবুদের জন্য তিনি কলকাতা ফিরেছেন। শনিবার আবার ব্যবসার কারণেই দিল্লি চলে যাবেন। তবে নিখিলের বক্তব্য অর্থের বিনিময়ে কাউকে ওই কাজ করতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তবে কে বা কারা এর জন্য দায়ী ছিল তা জানা যায়নি।

তীব্র গরমে শুট করছেন গার্গী, দিনের শেষে 'ক্লান্তি ধোয়ানো' শব্দ কোনটা জানেন

মার্টিন লুথার কিং এর এই উক্তিটি আমরা পরতে পরতে বুঝতে পেরেছি, গত বছর লকডাউনে যখন সারা পৃথিবী একজোট হয়েছিল একটাই উদ্দ্যেশে। তখনও ছিলো রাজনৈতিক বেড়াজাল, কিন্তু সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনাই তখন আমাদের সবার উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল।

করোনার জেরে গৃহবন্দি থেকে লকডাউন এর সময় আমাদের প্রত্যেকের জীবনবোধ জীবনযাপন এবং জীবনদর্শন তিনটি পাল্টে গেছে। কেউ বুঝেছে পরিবারের মানুষগুলোর দাম, কেউ বুঝেছে সময়ের দাম আবার কেউ বুঝেছে তেমনই লকডাউনে হওয়া অভিজ্ঞতার সম্ভার নিয়ে আসছেন পরিচালক গৌতম ঘোষ তার পরবর্তী শর্ট ফিল্ম, 'সময়ের স্মৃতিমালা'য়। সিনেমায় জুটি হিসেবে দেখা যাবে মঞ্চ ও পর্দার দক্ষ অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী ও আরেক পরিচালক, নাট্যব্যক্তিত্ব সুমন মুখোপাধ্যায়। এক বছর পর ক্যামেরার সামনে ফিরছেন অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী।

শুটিংয়ের জন্য পুরুলিয়া তে পৌঁছে গেল 'সময়ের স্মৃতিমালা' র টিম। কলকাতা শহর থেকে শীত ধীরে ধীরে বিদায় নিয়েছে, বিরতির এখনও খুব একটা বাড়েনি শহরে। চরিত্রের নাম 'সুমিতা'। গার্গী রায়চৌধুরী বরাবরই পর্দার জন্য তার চরিত্র নির্বাচনে একটু খুঁতখুঁতে। সেই কারণেই গার্গী তাঁর অভিনীত প্রতিটি চরিত্রের মাধ্যমে দর্শকের কাছে নিজেকে নতুন ভাবে তুলে ধরেন। এই ছবিতে প্রথমবারের জন্য প্লে ব্যাক করলেন অভিনেত্রী। তাও আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত 'কে বসিলে আজি, হৃদয়াসনে'-র সাথে। দর্শকের কাছে এই গান হবে একটা ফ্রেশ মিউজিক্যাল 'ট্রিট'।

পলাশের সিজনে পুরুলিয়ায় চলছে শুটিং, তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে পরিচালক

সঞ্চয় কতটা জরুরি। আর সবথেকে বেশি বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই, বড় বিপদ মোকাবিলা করতে আমাদের সকলকে এক সুরে একজোট হতে হবে। এ রকমই নানান অভিজ্ঞতার ঝুলি আমাদের প্রত্যেকের কাছে।

আর অন্যদিকে পুরুলিয়ায় এখন মাথার ওপরে সূর্য। ৩৮ডিগ্রী সেলসিয়াস গরমে 'দারুণ অগ্নিবাণে' শুট করে চলেছেন গার্গী রায়চৌধুরী,সুমন মুখোপাধ্যায়,গৌতম ঘোষ।

ছবিতে গার্গী রায়চৌধুরীর যখন গৌতম ঘোষ আর লোকেশন যখন পুরুলিয়া,তখন দারুণ 'সিনিক বিউটি' এই শর্ট ফিল্ম থেকে বোনাস পাওনা। শুটিং সারতে ছবির টিম দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত হলো,পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে।

অঙ্কুশের সহকারির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, ঘনাচ্ছে রহস্য

. অঘটন টলিপাড়ায়। কাঁকুড়গাছিতে নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলার সহকারির ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। ঘটনার খবর জানার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় দুঃখপ্রকাশ করেন অঙ্কুশ। তাঁর প্রিয় বাপ্পাদা, তথা পিন্টু দের প্রয়াণে শোকার্ত অভিনেতা।

ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, "আজ আমি আমার সবথেকে কাছের মানুষকে হারালাম। বাড়র ভিতরে যেমন মা বাবা আমার খেয়াল রাখে ঠিক সেরকম বাড়ির বাইরে এই মানুষটি আমাকে আমার মা বাবার মতো খেয়াল রাখত। ১০ বছরের এই পথ চলা কোনওদিন ভুলব না। যেখানেই থেকো ভালো থেকো বাপ্পাদা। তবে আমাকে এভাবে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য অভিমান সারাজীবন করব তোমার উপর। শুটিংয়ে সময় মতো ওষুধ খাব কিনা আর জানি না। সময় মতো জল খাব কিনা জানি না। ছোট্ট টাওয়েল দিয়ে আমার শরীরের ঘাম কে মুছিয়ে দেবে আর জানি না। এভাবে অভ্যেস খারাপ করিয়ে দিয়ে চলে গেলে এর জন্য ক্ষমা করব না। জানি সম্ভব না তাও ফিরে এস।" পুলিশ সূত্রে খবর, পিন্টু দেকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল। তাঁর কাছে টাকা চেয়ে ফোন আসত। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে এও জানতে পেরেছে পিন্টুর অ্যাকাউন্ট থেকে দেড় মাসে ৩০ হাজার টাকা তোলা হয়েছে। কিন্তু কাকে সেই টাকা দেওয়া হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। মনে করা হচ্ছে ব্লুমাগত এই চাপ সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। তাঁর মোবাইল ফোন আপাতত পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে বেশ কিছু তথ্য হাতে এসেছে পুলিশের। তার উপর ভিত্তি করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে এখন উত্তাল রাজনীতি। অনেক সেলিব্রিটি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে নাম লিখিয়েছেন। যদিও সেসব থেকে দূরে অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলা। দুজনেই বিভিন্ন ইন্টারভিউতে বারংবার বলেছেন, রাজনীতির ময়দানে তাঁরা আসবেন না। অভিনয়টাই মন দিয়ে করতে চান। অঙ্কুশ মাঝে মধ্যেই নিজের সিনেমার জন্য হোক বা এমনি নানা মজার ভিডিও আপলোড করে থাকেন তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশে। কিছুদিন আগে অঙ্কুশ পোস্ট করেন এমন এক ছবি যা বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থাটা খুব সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারে।

ছবিটির ওপরের অংশে দেখা যায়, এক জন মঞ্চের ওপর থেকে বলছে,'কে বদল চায়'? আর নীচে দাঁড়িয়ে থাকা জনগণের সবাই হাত তুলছে,বদল এর দাবী জানিয়ে। আর ছবিটির দ্বিতীয় অংশে দেখা যায়,মঞ্চের ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে,'কে বদলাতে চায়?' আর তাতে নীচে দাঁড়িয়ে থাকা জনগণের মধ্যে কারুর হাত উঠলো না। এই বিদ্রুপ করা পোস্ট দিয়ে অভিনেতা বোঝালেন, বদল সবাই চাইলেও, বদলাতে বা বদল আনতে যে সাহস লাগে তা বেশিরভাগ জনের মধ্যেই নেই।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সুষম খাবার কি? যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন--- প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার --- শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি। স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য--- ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন--- কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়।

মেহার কালীবাড়ি কমিটির কর্মকর্তারা শিব চতুদর্শী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব

সারদাকাণ্ডে এবার তলব শুভাপ্রসন্নকে

কলকাতা,১০ মার্চ (হি. স.) : লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্য জুড়ে। রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে চলছে নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি। তারই মাঝে বুধবার সারদাকাণ্ডে এবার তলব শুভাপ্রসন্নকে।

আর বেশি দেরি নেই নির্বাচনের। তারই মাঝে নির্বচনে নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এরই মাঝে কিছুদিন আগেই সারদাকাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে তলব করে ইডি। তার মধ্যে এবার শিল্পী শুভাপ্রসন্নকে তলব করে ইডি। যদিও এরই আগে বছর দেড়েক আগে শেষবার সারদাকাণ্ডে শিল্পী শুভাপ্রসন্নকে তলব করে সিবিআই। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

বিজেপিতে অভিনেতা বনি

কলকাতা,১০ মার্চ (হি. স.) : বর্তমানে টলিপাড়ায় হিড়িক লেগেছে রাজনীতিতে যোগদানের। ইতিমধ্যেই এক গুচ্ছ অভিনেতা অভিনেত্রীরা যোগ দিয়েছে রাজনীতিতে। তারই মাঝে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত।

কিছুদিন আগেই রাজ চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক, সায়নী ঘোষ, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অদিতি মুন্সি, মনোজ তিওয়ারি, জুন মালিয়ার মতো তারকারা যোগ দিয়েছে তৃণমূলে। নজরে একুশের নির্বাচন। আর বেশি দেরি নেই নির্বাচনের। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলোর অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। তারই মাঝে এবার বিজেপিতে অভিনেতা বনি। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

হিন্দুদের প্রতি অসম্মানসূচক মন্তব্য ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্ক

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : হিন্দুদের প্রতি অসম্মানসূচক একটি মন্তব্য ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। আইএসএফ-এর সঙ্গে সিপিএম-এর জোট নিয়ে এমনিতেই বিতর্ক চলছে। এই প্রেক্ষিতে ফেসবুকে একটি পোস্টে সিপিএম-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির ছবি-সহ এটি তাঁর মন্তব্য বলে দাবি করা হয়েছে। তাতে লেখা, "হিন্দুরা কখনও শান্তিপ্রিয় হতে পারে না। হিন্দুরা হিংস্র। আর সেটার প্রমাণ রামায়ন মহাভারতেই পাওয়া যায়।"

প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস প্রতিক্রিয়ায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "যাক, রামায়ণ মহাভারত পড়ছেন ইয়েচুরি! সময় করে একদিন অন্যান্য ধর্ম শাস্ত্র, বেদ বেদান্ত পড়লে জানবেন অবৈর-অহিংসা 'বসুধৈব কুটুম্বকম সর্ব জন সুখী হোন, নিরাময় হোক সবাই, শান্তিপূর্ণ জীবন হোক সকলের-- এসবও একদিন পড়ে ফেলবেন হয়ত। ওরা চিরকালের অর্ধশিক্ষিত, পড়বেন না। তবু আশা করলাম। ইসলাম আর খৃস্টিয়ান ইতিহাসের পাতায় পাতায় রক্ত। কমিউনিস্ট বিপ্লবের ইতিহাসে পলপটদের কথা জানেন না?"

সঞ্জীব হিউম্যানিজম সীতারামবাবুর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "হ্যাঁ এই কথাটি অনেকদিন আগেই উনি বলেছিলেন।" পলাশ হালদার লিখেছেন, "যদি উনি মনে করেন হিন্দু ভোট ওনাদের দরকার নেই তবে সত্যি হতে পারে কিন্তু কারোর কি মনে হয় উনি এতোটাই বোকা যে উনি মনে করেন হিন্দু ভোট এর প্রয়োজন নেই! এমন নয়তো যে কেউ কেউ চাইছেন ওনার দল যাতে হিন্দু ভোট না পান তার কারণেই অপপ্রচার !"

আশিস ভট্টাচার্য লিখেছেন, "উনি কি এখন পাকিস্তান এ আছেন। উনি ওখানেই সুখে থাকুন। আল্লাহ ওনার মঙ্গল করুন।" মুকুল নায়েক লিখেছেন, "আসলে ইনিই মনুষ্য জাতির কলঙ্ক "সুজিত দেবনাথ লিখেছেন, "সিতারাম নাম পাল্টিয়ে হিন্দু বিদ্বেষী ওর আল্লা হয়াকবর নাম রাখা উচিত, কারণ ওর কথায় বোঝা যাচ্ছে মুসলিমরা খুবি শান্তি প্রিয় তাই তো সম্প্রদায়িক মুসলিম দল আইএসএফ যার কোন অস্তিত্ব নেই, তাকে তুলে ধরতে এক কথায় ৩০ টা সিট দিয়ে আগুনে ঘি ঢালতে উঠে পড়ে লেগেছে। যাই হোক ভালই হলো, কারণ এদের এতো দিন পায়ের তলায় মাটি ছিল না, এখন আইএসএফ-এর আগুনে বামেরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এটাই প্রার্থনা করি। এ হচ্ছে হিন্দু নামের কলঙ্ক, দেশের গদ্দার, ওর বাবা মা ওর নাম সীতা রাম রেখে আমাদের আরাধ্য দেবতার অপমান করেছে। ওর ওই নামটা এখনই ত্যাগ করা উচিত।"

ফের আসন নিয়ে জটিলতা, কাশীপুর কেন্দ্রে প্রার্থী বাম-কংগ্রেস দুই জোট শরিকের

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : প্রথম দু'দফার তিন আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। এরপরই প্রকাশ্যে এসেছে জোটের জটিলতা। কাশীপুর আসনে আগেই প্রার্থী দিয়েছিল সিপিএম। সেখানে এবার প্রার্থী দিল কংগ্রেসও। অবশেষে কার প্রার্থী কাশীপুর থেকে সংযুক্ত মোর্চার হয়ে ভোটে লড়বে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। মঙ্গলবার শেষ হয়েছে প্রথমদফার ভোটের মনোনয়ন জমা। শুক্রবার দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন। কিন্তু জোটের জটিলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শেষ মুহূর্তেও চলছে কাটাকুটির খেলা। জোটে আসনরফার চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেসের প্রার্থী দেওয়ার কথা কাশীপুরে। কিন্তু প্রথমদফার প্রার্থী তালিকায় কাশীপুরে প্রার্থী দেয় সিপিএম। মল্লিকা মাহাতোকে প্রার্থী করে আলিমুদ্দিন। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয় বিধানভবন। এবার এই আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল কংগ্রেস। মঙ্গলবার যে তিন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস হাইকমান্ড সেখানে বলরাম মাহাতোকে প্রার্থী করেছে। একই আসনে জোটের দুই প্রধান শরিকের প্রার্থী থাকায় জটিলতা চরমে পৌঁছেছে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, সিপিএমকে প্রার্থী প্রত্যাহার করার আবেদন করা হবে। যেহেতু এখনও মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন রয়েছে, তাই নাম তুলে নেওয়ার সুযোগও রয়েছে। কাশীপুরের প্রার্থী মল্লিকা মাহাতোকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হতে পারে বলে আলিমুদ্দিন সূত্রেও ইঙ্গিত মিলেছে। এদিকে জটিলতা জয়পুর আসন নিয়েও। চুক্তি অনুযায়ী সেখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী থাকার কথা থাকলেও কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে। সেখানে প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য বিধানভবনকে অনুরোধ করেছে আলিমুদ্দিন। আলোচনায় ঠিক হয়েছিল, রঘুনাথপুরে প্রার্থী দেবে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। কিন্তু তাঁরা প্রার্থী খুঁজে না পাওয়ায় শেষ মুহূর্তে আসনটি সিপিএমকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই আসনে গণেশ বাউড়িকে প্রার্থী করছে আলিমুদ্দিন

ঝাড়্গামে জোরকদমে চলছে যুব তৃণমুলের ভোট প্রচার ও দেওয়াল লিখন

ঝাড়্গাম, ১০ মার্চ (হি. স.) : মনোনয়ন পত্র দাখিলের পর দিন থেকেই জোরকদমে প্রার্থীদের হয় ভোট প্রচার ও দেওয়াল লিখন শুরু করেছে যুব তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। বুধবার গোটা ঝাড়্গাম শহর জুড়ে চলছে দেওয়াল লিখন। বিজেপির বিরুদ্ধে নানা শ্লোগান দিয়ে দেওয়াল লিখন করছে শাসক দলের নেতাকর্মীরা। 'খেলা হবে ' এই শ্লোগানকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে চলছে দেওয়াল লিখন। এদিকে ঝাড়্গাম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমুলের প্রার্থী বিরবাহা হাঁসদা সকাল সকাল ভোট প্রচারে বেরিয়ে যায়।

এদিন শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষের সাথে কথা বলে দোকানে চা খাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে প্রচার কার্য করেছেন। অন্যদিকে বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমুলের প্রার্থী দেবনাথ হাঁসদা মনোনয়ন পত্র দাখিল করার পরেই নিজের ঘর গোছাতেই ব্যাস্ত। এদিন বিনপুর বিধানসভার জামবনী ও বিনপুর দুই ব্লকের কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। প্রথমে জামবনী ব্লকের জামবনী দলীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মী ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেন। কিভাবে ভোট প্রচার করা হবে তা নিয়েই এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সুত্রে জানা গিয়েছে। মুলত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গুলি মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার করে বিরোধীদেরকে কোণঠাসা করা হবে এমনি সিধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠক গুলি থেকে। এদিন জামবনী পর বেলপাহাড়ী ও শিলদাতেও একটি বৈঠক করেন দেবনাথ হাঁসদা। বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমুলের প্রার্থী দেবনাথ হাঁসদা বলেন,' গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনমুখি প্রকল্প গুলি নিয়ে মানুষকে বোঝানো হবে। পাশাপাশি আমাদের সরকারের দশ বছরের উন্নয়নের ক্ষতিয়ান তুলে ধরবো মানুষের কাছে। এদিন কর্মীদের আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে ভোট প্রচার করা হবে। বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল চলছে।

ক্ষুব্ধ আরাবুলের মান ভাঙাতে তাঁর বাড়িতে এলেন তৃণমূল প্রার্থী রেজাউল করিম

ভাঙড়, ১০ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় আরাবুল ইসলামের নাম না থাকায় সেদিন যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় বিধানসভা এলাকায়। দলীয় কার্যালয়ে ভাংচুর করে রাস্তার উপর আগুন লাগিয়ে বিক্ষোভ ও দেখিয়েছিলেন আরাবুল অনুগামীরা। দলের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে আরাবুল অন্য কোন দলে যোগ দিতে পারেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কার্যত গত এক সপ্তাহ ধরে বাংলার রাজনীতির ময়দানে অন্যতম আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভাঙড়। আর সেই ভাঙড়ের বুকে দাঁড়িয়ে আরাবুল কি সিদ্ধান্ত নেন তা দেখার অপেক্ষায় ছিল ভাঙড় তথা সারা বাংলার রাজনীতি প্রিয় মানুষজন। আরাবুল ও তাঁর অনুগামীরা হুমকি দিয়েছিলেন ভাঙড়ের মাটিতে বহিরাগত প্রার্থীকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তবে বুধবার অবশ্য বরফ গলার ইঙ্গিত মিলেছে। ভাঙড়ের তৃণমূল প্রার্থী রেজাউল করিম নাম ঘোষণার পর থেকে ভাঙড়ের মাটিতে গত কয়েকদিন পা না দিলেও ফোনে ফোনে যোগাযোগ রাখছিলেন এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বের সাথে। আর বুধবার ভাঙড়ে ঢুকে সটান তিনি চলে যান আরাবুলের বাড়িতে। দেখা করেন দলের বিক্ষুব্ধ নেতার সাথে। তৃণমূল প্রার্থী আরাবুলের বাড়িতে এসেছে শুনেই হাজার হাজার তৃণমূল কর্মীরা সেখানে ভিড় জমান। ভাঙড়ের অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বও চলে আসেন আরাবুলের বাড়িতে। সেখানে সব নেতৃত্ব একত্রিত হয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বৈঠকের পর সকলে বেরিয়ে এসে একসাথে তৃণমূলের হয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দেন। বৈঠক ফলপ্রসূ হওয়ায় খুশি সবপক্ষই। খুশি এলাকার তৃণমূল কর্মী তথা আরাবুল অনুগামীরা। হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

তৃণমূলনেত্রীর চোট চক্রান্ত, সরব নেটিজেনরা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : বুধবার শেষ বিকেলে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোট চক্রান্ত'-কে কেন্দ্র করে সরব হয়েছেন নেটিজেনরা। নন্দীগ্রামে ভিড়ে পায়ে এবং কপালে ব্যথা পাওয়ার পর তিনি এটিকে চক্রান্ত বলে অভিযোগ করেছেন।

ফেসবুকে মৌ সুমি গোলাপি বাক্সে বড় হরফে লিখেছেন, "চোট চক্রান্ত"। প্রতিক্রিয়ায় দেবাশিস সেনগুপ্ত লিখেছেন, "নাটক শুরু।" সঙ্গে একটি স্মাইলি। এর পর তিনি লিখেছেন, "সিএম নিরাপদে নাটক করছে। শতাব্দীর সেরা নটী বলে কথা!" চয়ন সেনগুপ্ত লিখেছেন, "দেখলাম ও বুঝলাম যে এটা একটা সাজানো ঘটনা। ভোট বিভ্রান্ত, ভোট শুরু হবার আগে এমন আরও অনেক নাটক হবে।"

পিপি পান্ডে লিখেছেন, "হা হা নাটক শুরু!!" সঙ্গে দুটি স্মাইলি। শান্তনু পাণিগ্রাহী লিখেছেন, "ন্যাকামী শুরু। ১০ বছর পুরো পশ্চিমবঙ্গ বাসীকে ব্যাথা দিয়ে গেছে।" সুকুমার অধিকারী লিখেছেন, "আবার নাটক শুরু, এবার জুস খেয়ে অনশন শুরু। সঙ্গে দুটি স্মাইলি। শান্তনু পাণিগ্রাহী লিখেছেন, "কোথায় ব্যাথা সেটা ডাক্তার বাবু দ্বারা সঠিক তথ্য জনগনের সামনে আনা হোক।"

সুকুমার অধিকারী লিখেছেন, "যে বাদশা আলম হাজরার মোরে মাথা ফাটালো সে পরে ওর দলে, যে পুলিশ অফিসার ২১শে জুলাই গুলি চালানোর অনুমতি দিল সেই অফিসার ওনার দলের মন্ত্রী হয়েছেন, একটু ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।" মলয় বিশ্বাস লিখেছেন, "হেরে যাওয়ার আগে সবাই ওরকম একটু বাহানা খোঁজে।"

সুকুমার অধিকারী লিখেছেন, "নন্দীগ্রামে গিয়ে বাংলা ভুলে গিয়ে হিন্দি বলছে। ওটা পায় ব্যাথা না হারার ভয় বুকে ব্যাথা শুরু।" সঙ্গে চারটি স্মাইলি। সন্ধ্যা সাতটায় এই ফেসবুক পোস্ট দেওয়ার পর ক্রমেই বেড়ে চলেছে প্রতিক্রিয়া। রাত আটটায় ফেসবুকের দেওয়াল বিষয়টি নিয়ে রীতিমত বর্ণময়। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

চার দশকের সম্পর্ক ছিন্ন, বিজেপিতে যোগ দিলেন কংগ্রেসের অশোক রায়

চোপড়া, ১০ মার্চ (হি. স.) : কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘ ৪০ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার কংগ্রেস নেতা অশোক রায়। তিনি বিজেপিতে যোগ দিলেন। উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি দফতরে এসে তিনি বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন।

বিজেপি জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ লাহিড়ী মঙ্গলবার রাতে তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। অশোকবাবু জানান, দীর্ঘ ২০ বছর ধরে চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রটি সিপিএমকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে এলাকার কংগ্রেস কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতেই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন।

কংগ্রেসের দাবি, অশোক রায় বিজেপিতে যোগ দিলেও চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনে কোনও প্রভাব পড়বে না। এই কেন্দ্রের মানুষ মমতা ব্যানার্জীর প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করে অশোকবাবুর জামানত বাজেয়াপ্ত করবেন। অন্যদিকে, অশোকবাবুর মতো নেতা বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় উজ্জীবিত স্থানীয় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের একাংশ।

উত্তর দিনাজপুর জেলার কংগ্রেস দলের নেতা অশোক রায়। তিনি চোপড়া ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘ ৪০ বছর কংগ্রেস দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর ধরে ব্লক কংগ্রেসের দায়িত্বে আছেন। পঞ্চায়েত, বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই করেছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের পরে সারা রাজ্যে কংগ্রেস বামফ্রন্ট জোট ভেঙে গেলেও একমাত্র চোপড়া ব্লকেই এই জোট অক্ষত আছে।

কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট জোটবদ্ধ হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। এই লড়াই এর মূল নেতা অশোক রায়। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রটি দাবি করলেও বামফ্রন্ট সেই দাবিকে মেনে নেয়নি। যার কারনেই দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন বলে দলত্যাগী নেতা অশোক রায় জানিয়েছেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুখময় শতপথী নেতাই শহিদ বেদিতে মালা দান করেন

ঝাড়্গাম, ১০ মার্চ (হি. স.) : নেতাই শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুখময় শতপথী। বুধবার লালগড়ের নেতাইগ্রামে বিজেপির প্রার্থী সুখময় বাবুর সাথে ছিলেন শহিদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির সভাপতি দ্বারকানাথ পান্ডা। লালগড়ের নেতাই গনহত্যার ঘটনা জঙ্গলমহল সহ রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।হার্মদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল এলাকা।আর ২০১১ সালে সাত জানুয়ারি এই ঘটনা তৎকালিন সিপিএমের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছিল বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহল।

বুধবার সেই নেতাই থেকে প্রচার যাত্রা শুরু করল বিজেপি।বিজেপির সভাপতির সাথে দেখা গিয়েছে সিপিএমের ছেড়ে আসা নেতাদেরও। ছিলেন তৃণমূলের বিনপুর এক ব্লক যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি বর্তমানে এলাকার বিজেপি নেতা তন্ময় রায়।এদিন শহিদ বেদিতে বিজেপির মাল্য দান কর্মসুচিতে উল্লেখযোগ্য ভাবে উপস্থিত ছিলেন শহিদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির সভাপতি দ্বারকানাথ পন্ডা।যদিও তিনি জানিয়েছেন এই ঘটনার সাথে তার বিজেপির সাথে সংশ্রবের কোন বিষয় নেই।এদিন সুখময় বাবু লালগড়ে আন্দলনে যারা শহিদ হয়েছিলেন,পুলিশের অত্যাচরারে সামনে পড়েছিলেন তেমন গ্রাম গুলি বেছে নিয়ে প্রচার করেন।এক সময় লালগড়ে জনসাধানরের কমিটির সদর দফতর ছিল দলিলপুর চক।সেই গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রাচারে যান কথা বলেন মানুষের সাথে।কেন্দ্রের মতো রাজ্যেও বিজেপি সরকার হলে এলাকায় সর্বিক উন্নয়ন হবে।তিনি জিতে মানুষের উন্নয়ন করবেন এমন প্রতিশ্রুতি দেন।২০০৮ সালে তৎকালিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয়ে শালবনিতে মাওবাদীরা বিস্ফোরন করেছিল।সেই ঘটনার পর জঙ্গলমহল শুরু হয়ে গিয়েছিল পুলিশি অত্যাচার।লালগড়ের পেলিয়া গ্রামে পুলিশের মারে আদিবাসী মহিলা ছিতামনি মুর্মুর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।এদিন সুখময় বাবু সেই গ্রামে যান ছিতামনির স্বামী গোরাচাঁদের সাথে কথা বলেন জানতে চান তাদের অবস্থা। নরচা গ্রামের বাসিন্দা জনসধারণ কমিটির প্রথম সারির নেতা সভাপতি ছিলেন লালমোহন টুটু।তিনি পুলিশের গুলি মারা গিয়েছিলেন।রাজ্যে ক্ষমতার পালা বদলের পর তার এক ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করেছে এই রাজ্য সরকার।ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের বিজেপির এই প্রার্থী লালমোহনের মাহাতোর স্ত্রীর সাথে কথা বলেন।ভোট দেওয়ার জন্য বলেন।যিদিও লালমোহন বাবুর স্ত্রী জানিয়েছেন সরকারি ঘর পেয়েছেন।তার এক ছেলের চাকরি হয়েছে বলেও জানান। সুখময় বাবু রামগড়ের একটি মন্দিরে পুজা দেন।এদিন প্রথম দিন প্রাচার কর্মসুচিতে লালগড়ের পাশাপাশি বিনপুরে বাড়ি বাড়ি প্রচারে যান এবং সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রাম শহরে প্রাচার করেন।তবে এদিন তার প্রাচার লালগড়েই বেশি ছিল।কখনো পায়ে হেঁটে কখনো গাড়িতে গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচার সারে।তিনি প্রাচারে রাজ্যেও বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাকে উন্নয়নের জন্য ভোট দিতে বলেন।লালগড়ের বৈতা অঞ্চলের শিমুলডাঙা গ্রামে দলীয় কর্মী ঝন্টু সিংএর বাড়িতে ভাত, ডাল,আলু পোস্ত,শাক ভাজা খান।এদিন সুখময় বাবু সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন " নেতাই গ্রামে শহিদ বেদিতে মাল্য দান করে প্রচার শুরু করেছি।বিভিন্ন শহিদ পরবারের বাড়িতে গিয়েছিলাম।এই সরাকার এদের জন্য কিছু করেনি।যারা অত্যাচরিত হয়েছে তাদের জন্য এই সরকার কিছু করেনি।বলেছি কেন্দ্রের সরকারের মতো রাজ্যেও একই সরকার করতে হবে।মানুষ চাইছে বাংলায় পদ্মফুল ফোটাতে।আমি বলেছি আমাকে ভোট দিন আমি দায়িত্ব নেব।কিন্তু এই লালগড় চকে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি ছত্রধর মাহাতোর ভোটে আমার জেতার কোন ইচ্ছা নেই।ছত্রধর মাহাতোর ভোট আমার চাই না।"এদিন প্রচার শুরুর দিন থেকে সারা দিন প্রচার তুঙ্গে তুললেন বিজেপি প্রার্থী সখময় শতপথি।হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

প্রকাশিত হল সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত সিপিএমের প্রার্থী তালিকা

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত সিপিএমের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারীর লড়াইয়ে টানটান উত্তেজনা নন্দীগ্রামে। ওই কেন্দ্র আসন্ন নির্বাচনে হটস্পট, তাই সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে ডিওয়াইএফআই-এর সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে। মীনাক্ষী বাম যুব সংগঠন ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার (ডিওয়াইএফআই) রাজ্য সভাপতি। তাঁর কাঁধেই নীল বাড়ির লড়াইয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র নন্দীগ্রামের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন সংযুক্ত মোর্চা নেতৃত্ব।

বাম-কংগ্রেস জোট আববাস সিদ্দিকির ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের সঙ্গে হাত মেলানোর পর, নন্দীগ্রামে হয় আব্বাস বা তাঁর দলের কাউকেই প্রার্থী করা হতে পারে বলে জল্পনা চলছিল রাজ্য রাজনীতিতে। কিন্তু বুধবার আলিমুদ্দিন থেকে মীনাক্ষীর নামে সিলমোহর পরে। মীনাক্ষী বলেন, "দল লড়তে বলেছে। তাই লড়ছি। শুধু নন্দীগ্রাম নয়, রাজ্যের সর্বত্র লড়াই হবে।"

অন্যদিকে, রায়দিঘিতে এবার ফের প্রার্থী হচ্ছেন প্রবীণ সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। এর আগে, ২০১১ এবং '১৬, পর পর দু'বার দেবশ্রী রায়ের কাছে রায়দিঘিতে পরাজিত হন কান্তি। তার পরেও নির্বাচিত বিধায়ক দেবশ্রীকে ধারে কাছে দেখা না গেলেও, বিপদে আপদে রায়দিঘিতে ছুটে যেতে দেখা গিয়েছে কান্তিবাবুকে। আয়লা হোক বা বুলবুল অথবা আমপান, প্রত্যেক বার সেখানে ত্রাণকার্য এবং উদ্ধারকাজে শামিল হতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

এছাড়াও বাদবাকি প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। তারকেশ্বরে সিপিএম প্রার্থী সুরজিত ঘোষ, বাসন্তী- সুভাষ নস্কর, কসবা- শতরূপ ঘোষ, যাদবপুর- সুজন চক্রবর্তী, বলাগড়- মহামায়া মণ্ডল, চণ্ডীতলা- মহম্মদ সেলিম, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি-দিলীপ সিংন, কুলতলি- রামশঙ্কর হালদার, জয়নগর- অপূর্ব প্রামানিক, সাতগাছিয়া- গৌতম পাল, বিষ্ণুপুর- ঝুমা কয়াল, গোঘাট- শিবপ্রসাদ মালিক (ফব), কোচবিহার উত্তর- নগেন রায় (ফব), দিনহাটা- আব্দুর রউফ (ফব), কুমারগঞ্জ- কিশোর , মহেশতলা- প্রভাত চৌধুরি, বালি- দীপ্সিতা ধর, হাওড়া উত্তর-পবন সিং, শিবপুর- জগন্নাথ ভট্টাচার্য (ফব), ডোমজুড়- উত্তম বেরা, পাণ্ডুয়া- আমজাদ হোসেন, রাজগঞ্জ- রতন রাই, শিলিগুড়ি- আশোক ভট্টাচার্য, কল্যাণী- সবুজ দাস, কামারহাটি- সায়নদীপ মিত্র, দমদম- পলাশ দাস, রাজারহাট-নিউটাউন- সপ্তর্ষি দেব, বারাসাত- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, মিনাখাঁ- প্রদ্যোত রায়, রায়দেব- বাসুদেব খাঁ, মেমারি- সনত বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান উত্তর- , চাকুলিয়া- আলি ইমরান (ফব), মেখলিগঞ্জ- গোবিন্দ প্রসাদ রায়, নগেন রায়, নাটাবারি- আবির হাসান, মাথাভাঙ্গা- অশোক বর্মন, আরামবাগ- শক্তি মোহন মালিক, শীতলকুচি-সুধাংশু প্রামাণিক, কুমারগঞ্জ-কিশোর মিনজ, মাদারিহাট-সুভাস লোহাট, বেহালা পশ্চিম- নিহার ভক্ত, উলুবেড়িয়া দঃ- কুতুবুদ্দিন আহমেদ, মেটিয়াবুরজ- মহম্মদ জালাল, সাঁকরাইল- সমির মালিক, সিঙ্গুর- সৃজন ভট্টাচার্য, গলসি-নন্দ পণ্ডিত, কেতুগ্রাম- মিজানুর করিম, দমদম উঃ- তন্ময় ভট্টাচার্য, খড়দহ- দেবজ্যোতি দাস, ব্যারাকপুর- দেবাশিষ ভৌমিক, বীজপুর- সুকান্ত রক্ষিত, বর্ধমান দঃ- পৃথা তা, চোপড়া- আনারুল হক। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

এডিসি ভোট ঃ বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ শান্তিরবাজার/ আগরতলা, ১০ মার্চ।। মোট পাঁচটি আসনে সন্তুষ্ট হয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন আই এন পিটি। বুধবার দুপুরে ১৯ আমতলী গোলাঘাটি আসনের প্রার্থী উমা শঙ্কর দেববর্মা বিশালগড় মহকুমা শাসকের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দেন।মনোনয়নের পরে তিনি নির্বাচনে জয়ের আশা ব্যক্ত করেন। মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি নির্বাচনি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।উমা শংকর দেববর্মা বলেন পাহাড় আজও পিছিয়ে রয়েছে। দীর্ঘ ২৫ বছর বাম আমলে কোনরকম উন্নতি ঘটেনি পাহাড়ে যেটা রাম আমলের তিন বছরে ও পরিবর্তন দেখতে পায়নি পাহাড়ে বসবাসকারীরা।কোন উন্নতি হয়নি জনজাতিদের। নির্বাচনে জয়ী হলে তিনি জনজাতিদের পাশে থেকে তাদের সুখ দুঃখের সাথী হবেন।শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল,রাস্তা ঘাট,সহ জনজাতিদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগী হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।এছাড়া মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন আই এন পিটির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা মানব দেববর্মা। তিনি বলেন মহারাজা প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মার নেতৃত্বে আই এন পিটির বিশেষ সহযোগিতায় পাহাড়ে ক্ষমতা দখল করা হবে। বৃহস্পতিবার থেকে যৌথ ভাবে পাহাড়ে শুরু হবে নির্বাচনি প্রচার।

এদিকে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্রকরে ২৬ বীরচন্দ্র নগর - কলসী এডিসি কেন্দ্রের তিনটি দলের প্রার্থী আজ মনোনয়ন পত্র জমাদিলেন। এডিসি নির্বাচন ঘোষনার পরথেকে রাজ্যের সবকয়টি দলের কর্মীরা নিজ নিজ মতো প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এরইমধ্যে সব কয়টি দলের লোকজনেরা এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্রকরে প্রার্থী ঘোষনা করেছে। আজ ২৬ বীরচন্দ্রনগর - কলসী কেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনিত প্রার্থী মৃনাল ত্রিপুরা, তিপ্রা দলের মনোনিত প্রার্থী হরেন্দ্র রিয়াং, জনতা দল ইউনাটেড দলের মনোনিত প্রার্থী কল্যান রিয়াং শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের নিকট নিজ নিজ মনোনয়ন পত্র জমা করেন। মনোনয়নপত্র দেওয়ার পর দলের প্রার্থী ও দলের কর্মীরা সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে জয়যুক্ত হলে লোকজনদের উন্নতিসাধনে কাজ করবে বলে পতিশ্রুতি দেন। সকল দলের প্রার্থীরাই আশাবাদী আসন্ন এডিসি নির্বাচনে উনারা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন।

অন্যদিকে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ২ নং মাছমারা আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী নারায়ণ ভৌমিক ও ৪ নং করম ছড়া আসনের প্রার্থী শান্তি রঞ্জন চাকমা বুধবার কুমারঘাট মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তীর কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। বামফ্রন্ট প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা কে কেন্দ্র করে বুধবার কুমার ঘাটে এক মিছিল সংঘটিত করা হয়।মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পূর্বে কুমারঘাট সি.পি.আই.এম মহকুমা কমিটির অফিস থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা দলীয় দুই প্রার্থীকে নিয়ে মিছিল করে কুমারঘাট শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কুমারঘাটের মহকুমা শাসকের অফিসে যান। মিছিলে দুই প্রার্থী ছাড়াও ছিলেন ফওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দেব, সি.পি.আই.এম ঊনকোটি জেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, কুমারঘাট মহকুমা কমিটির সম্পাদক স্বপন বৈষ্ণব, কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামী, ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য মবস্বর আলী, তপন চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে সি.পি.আই.এম ঊনকোটি জেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন ,শান্তি সম্প্রীতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এই এলাকার জনগণ প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী কর।মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পূর্বে দলীয় মিছিলে রেকর্ড সংখ্যক দলীয় কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। মিছিল চলাকালীন কুমারঘাট সি.পি.আই.এম মহকুমা কমিটির অফিসে একান্ত সাক্ষাৎকারে র্ফওয়াড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দেব বলেন ,আসন্ন ত্রিপুরা স্ব-শাসিত পরিষদ নির্বাচনে জেলাপরিষদ প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে তারা আশাবাদী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৈলাসহর পুর পরিষদে ডেপুটেশন সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। দশ দফা দাবী আদায়ে সিপিআইএম কৈলাসহর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে কৈলাসহর পুর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শান্তি রঞ্জন চাকমার নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। কৈলাশহর পুরো পরিষদ এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বুধবার সিপিআইএমের পক্ষ থেকেপুরো পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।ডেপুটেশন প্রদান করার পূর্বে দলীয় বিভাগীয় কমিটির অফিস থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকরা মিছিল বের করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুর পরিষদের অফিসের সামনে এসে মিলিত হয়। এখানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় সভায় পার্টির নেতৃত্বরা বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে দলের পক্ষ থেকে ছয়জনের এক প্রতিনিধি দল চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শান্তি রঞ্জন চাকমার সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হয়। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতা বদরুল ইসলাম খান, বিমান দাম, মীরা ভৌমিক, হিমাংশু মালাকার, চম্পেশ ভট্টাচার্য ও বন বিহারি সিংহ। ডেপুটেশন শেষে সংবাদ প্রতিনিধিদের। মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম নেতা বদরুল ইসলাম খান বলেন, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শান্তি রঞ্জন চাকমা দশ দফা দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এও বলে আশ্বস্ত করেন যে, উনার এক্তিয়ারের মধ্যে যা রয়েছে সেগুলো খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত করার চেস্টা করবেন।জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিগুলি সমর্থনে ডেপুটেশন দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। দাবি পূরণ না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

অভয়নগরে চার নেশা কারবারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। রাজধানীর নিউ ক্যাপিটল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে অভয়নগর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকা থেকে ৪ নেশা কারবারিকে প্রচুর পরিমাণে সামগ্রীসহ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকা নেশার সাগরে ভাসছে। রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার চেষ্টা চালালেও সরকার ও প্রশাসনের চেষ্টাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নানা কৌশলে তাদের নেশা কারবার অব্যাহত রেখেছে। খোদ রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর ব্যাপক তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসডিপিও পিয়া মাধুরীর নেতৃত্বে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ গতকাল রাতে অভয়নগর ব্রিজ এলাকায় সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। সেখান থেকে ন্যাশনাল তারপরে জড়িত ৪ জনকে হাতেনাতে আটক করেছে পুলিশ। আটক চারজন হলো অংকুর দেববর্মা, প্রসেনজিৎ দেববর্মা, কবির দেববর্মাএবং জাহাঙ্গীর হোসেন। তাদের কাছ থেকে প্রায় এক কোটি টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।আটক চার জনের বিরুদ্ধে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও পিয়া মাধুরী।তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই দেখতে জড়িত আরো কয়েকজনকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।অভয়নগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রীসহ ৪ যুবককে আটকের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এইবারও চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া উৎসব উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ মার্চ।। নিয়ম মেনে প্রতি বছরের ন্যায় এইবারও চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া উৎসব। উদয়পুরের কিল্লা নোয়াবাড়ি এবং অমরপুর অম্পির কমলাই বাড়িতে হবে গড়িয়া উৎসব এই বৎসরের গড়িয়া উৎসব। গড়িয়া পূজার অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৫ই মার্চ সোমবার প্রথম পর্বে উদয়পুর পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড স্থিত শিব বাড়িতে এবং ঐ দিন দ্বিতীয় পর্বে মাতাবাড়ির ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরে পূজার্চনা করবেন জমাতিয়া হদা সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক ভক্ত। এই উপলক্ষ্যে বুধবার উদয়পুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মিলনায়তনে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে একথাগুলি বলেন জমাতিয়া হদা আক্রার এডভাইজার বা উপদেষ্টা সূচিত্র জমাতিয়া। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জমাতিয়া হদার মুখপাত্র শুভ্র মোহন জমাতিয়া, উদয়পুর আঠারোভোলাস্থিত গড়িয়া একাডেমি স্কুলের ম্যানেজার পদ্ম জমাতিয়া এবং জমাতিয়া হদার সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিষ জমাতিয়া। ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব বাঙালি মনেও স্থান করে নিয়েছে।

উদয়পুরে সিপিএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ মার্চ।। উদয়পুর জামতলাস্থিত সি পি এম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে সুবিশাল মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয় আজ দুপুরে। আজকের মিছিল ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক ও বিধান সভায় দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান কাকড়াবন-শালগড়া কেন্দ্রের বিধায়ক রতন ভৌমিক, সি পি এম গোমতী জেলা সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক মাধব সাহা, সি পি এম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক মানিক বিশ্বাস সহ অন্যান্য সি পি এম নেতৃবৃন্দ। আজকে মিছিলটি প্রথমে জামতলা স্থিত সিপিএম উদয়পুর বিভাগীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে পরে সেন্ট্রাল রোড থেকে নিউ টাউন রোড হয়ে পুনরায় জামতলা সিপিএম বিভাগীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। জামতলায় অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। সিপিএমের মহামিছিল এবং পথসভায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো এ যাবৎ কালের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য।

কৃমিনাশক কর্মসূচির সূচনা হবে তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ মার্চ।। ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক কৃমি নাশক যে ব্যবস্থাপনা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে চলতি মাসের ১৬ তারিখ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা উপস্থিতিতে। রাজ্য ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্র তথা টাউন হলে।

এই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে বুধবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে তেলিয়ামুড়া বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিধায়িকা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, জেলার সহ-সভাপতি হরি শংকর পাল, মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য, তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও শান্তনু বিকাশ দাস, পৌর পরিষদের প্রাক্তন পৌর পিতা নিতীন কুমার সাহা সহ অন্যান্য জনেরা। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে বিধায়িকা আগামী ১৬ মার্চ রাজ্য ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

১৭ হাজারের ঊর্ধে দৈনিক সংক্রমণ ভারতে করোনা-মুক্ত ১.০৯ কোটির বেশি

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি.স.): কখনও বাড়ছে কখনও আবার কমছে। ভারতে বিগত কয়েকদিন ধরে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের এই ট্রেন্ড জারি রয়েছে। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৭ হাজার ৯২১ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৩৩ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ২০,৬৫২ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৯,২০,০৪৬ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৭, ৯২১ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১২ লক্ষ ৬২ হাজার ৭০৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭,৬৩,০৮১।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২০,৬৫২ জন। ১৩৩ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৮,০৬৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৯৮ জন (১.৬৪ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ২,৮৬৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯০৬ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১৩,৫৯,১৭৩ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

বাড়তে বাড়তে ভারতে ২২.৩৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৭,৬৩,০৮১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২২,৩৪,৭৯,৮৭৭-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ফের কমল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ২,৮৬৪ জন। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও নিম্নমুখী, সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২০,৬৫২ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১, ৫৮,০৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৩৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৯,২০, ০৪৬ জন (৯৬.৯৬ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই কমেছে, ২,৮৬৪ জন কমে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৮৪,৫৯৮ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১.৬৪ শতাংশ)।

বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছে সিপিআইএমএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছে সিপিআইএম এল। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে পৃথকভাবে প্রার্থী দিচ্ছে না সিপিআইএমএল। বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থীদের তারা সমর্থন জানিয়েছে। বুধবার আগরতলার প্রেসক্লাবে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানানো হয়। সিপিআইএমএল নেতৃবৃন্দ বিজেপি আইপিএফটি জোটকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য জেলা পরিষদ এলাকার শান্তিকামী প্রতিটি নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট ভাগাভাগি যাতে না হয় সেজন্যই সিপিআইএমএল প্রার্থী দিচ্ছে না।সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিজেপি আইপিএফটি জোটের তীব্র সমালোচনা করে বলেন তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে। নীতিগত কোন বিরোধ নেই। আইপিএফটি দল ত্রিপুরা ল্যান্ড এর যে দাবি তুলেছে তার কোনো সারমর্ম নেই বলেও তারা মন্তব্য করেন। আইপিএফটি সম্পাদক তথা উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ত্রিপরা মথার সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকাশ্যে বলেছেন গত তিন বছরে যে সব কাজকর্ম হয়েছে তাতে তারা মোটেই সন্তুষ্ট নন।একথা বলার পরও তারা বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধেই ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তিনটি আসনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই প্রসঙ্গ সমালোচনা করেছেন সিপিআইএমএল নেতৃবৃন্দ। এই বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে জনগণের স্বার্থ উদ্ধার হবে না, তারা ব্যক্তিস্বার্থে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই করছে বলে সি পি আই এম এল নেতৃবৃন্দ মন্তব্য করেন।সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার তাগিদে বিজেপি আইপিএফটি জোটকে প্রত্যাখ্যান করে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছে সিপিআইএমএল।

শিক্ষক তিন, ছাত্রছাত্রী তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ মার্চ।। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩ এবং শিক্ষকের সংখ্যাও ৩ জন।শিক্ষার এই হাল-হকিকত পরিলক্ষিত হয়েছে সিপাহী জলা জেলার বিশালগড় মহকুমার ১০ কার্ড ভগৎ সিং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় এ। বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তর ওয়াকিবহাল থাকলেও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। অদ্ভুত এই কাণ্ড ঘিরে জনমনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যে এমন স্কুল বর্তমানে রয়েছে যেখানে ছাত্র সংখ্যা মাত্র তিনজন। তিন জন ছাত্রের জন্য শিক্ষকও রয়েছেন তিনজন। অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটি ১০০ শতাংশ সত্য।বিশালগড় মহকুমার দশ কার্ড এলাকার ভগৎ সিং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গিয়ে লক্ষ্য করা গেল স্কুলের সেই চিত্র। স্কুলে গিয়ে জানা গেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ মোট তিনজন শিক্ষক রয়েছেন। তারা হলেন নারায়ন চন্দ্র দাস(প্রধান শিক্ষক), অক্ষয় কুমার সিনহা এবং তপন দাস। এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী মাত্র তিনজন। অবিশ্বাস্যয হলেও এটাই সত্যি। উল্লেখ্য এই স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল ২০০৬ সালে। স্কুল স্থাপনের পরে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল মোট সাতজন। বর্তমানে এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা মাত্র তিনজন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নারায়ন চন্দ্র দাস জানিয়েছেন স্কুলের এই অবস্থার কথা শিক্ষা দপ্তুরে অনেকবার জানিয়েছেন।কিন্তু দপ্তর এই স্কুলটি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো চিন্তা-ভাবনা করে নি।

এলাকার শুভবুদ্ধি মহলের কথা অনুযায়ী স্কুলের এই অবস্থার জন্য স্কুলটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিলেই ভালো। এলাকার মানুষের ধারণা এই স্কুলটির মত রাজ্যের অন্য কোন স্কুলে এরকম কম ছাত্র রয়েছে বলে এলাকাবাসী মনে করেন না। এখন দেখার বিষয় সরকার এই স্কুলটির জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সংঘবদ্ধ হামলায় আহত নেশা কারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন রামনগর আউটপোস্ট এর অন্তর্গত চান্দিনি মুড়া এলাকায় ব্যবসা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে হামলায় এক নেশা কারবারি গুরুতরভাবে আহত। সংঘবদ্ধ হামলায় আহত এক নেশা কারবারিকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করেছে রাম নগর আউটপোস্ট এর পুলিশ। আহত যুবকের নাম অর্জুন দাস।বিকি দাস নামে এক নেশা কারবারি তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে চানদিনি মোড়ায় অর্জুন দাসের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে গুরুত্ব ভাবে জখম করেছে। আহত অর্জুন দাসের স্ত্রী জানান কাঠের ফাইল এবং ভোজালি দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়। তাতে গুরুতরভাবে আহত হয় অর্জুন দাস। ঘটনা সংঘটিত করে বিকি দাস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা চলে গেলে পরিবারের তরফ থেকে রামনগর আউট পোস্টের পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।খবর পেয়ে রামনগর আউট পোষ্টের পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন।

গোলাঘাটিতে অনুষ্ঠিত হল আয়ুষ স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ মার্চ।। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এর উদ্যোগে দয়ারাম পাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় গোলাঘাটিতে অনুষ্ঠিত হয় আয়ুষ স্বাস্থ্য শিবির। গত মঙ্গলবার মাইকযোগে এলাকার সর্বত্র আয়ুস স্বাস্থ্য শিবিরের প্রচার করার পর বুধবার সকাল এগারোটা থেকে গোলাঘাটি বাজারস্থিত নাটমন্দিরে দয়ারাম পাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য শিবির।উক্ত শিবিরে বিশেষজ্ঞ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ডাক্তার রাজকুমার দাস এবং বিশেষজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার সঞ্জয় বণিক উপস্থিত থেকে রোগী দেখেন এবং বিনামূল্যে ওষুধ পত্র সহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলে শিবির। এই শিবিরে এসে শতাধিক রোগী উপকৃত হন। সুস্বাস্থ্যই সকল সুখের চাবিকাঠি এই কথা মাথায় রেখে বহু স্বাস্থ্যসচেতন সুনাগরিক এই স্বাস্থ্য শিবির এ উপস্থিত থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এছাড়া বুধবার গোলাঘাটি বাজারের সপ্তাহিক হাট বার হওয়ায় ভিড় ছিল লক্ষণীয়।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

কাজ শুরু হয়েছে। কন্ট্রাক্টর লিটন দেবের অধীন সালেমা এলাকার বহু শ্রমিক এই বিল্ডিং এর কাজ করছে। বুধবার দীপঙ্কর দেব নতুন বিল্ডিং এর ছাদে রডের কাজ করছিল। ছাদে পড়ে থাকা জোড়া দেওয়া তড়িৎবাহী তারের উপর হাত লাগতেই ছাদে ছিটকে পড়ে যায় দীপঙ্কর। অন্যান্য শ্রমিকরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শ্রমিক দীপঙ্করকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য শ্রমিক ও বালিগাঁও এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় শ্রমিকদের অভিযোগ জনৈক ঠিকেদার জোড়াতালি দেয়া তার টাঙ্গিয়ে ছাদে রডের কাজ করছিল। ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে মৃতের ভাই কিংকর দেব ও জ্যাঠিমা জয়া দেব হাসপাতালে ছুটে আসেন। দীপঙ্করের মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে। মৃত শ্রমিকের পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি উঠেছে।

ধর্মঘট

● প্রথম পাতার পর

ব্যাংক কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না সাধারন মানুষও এর ফলে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সফল করার জন্য তারা সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

জায়গায়

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষক শিক্ষিকা প্রদান করতে হবে, স্কুলের প্রত্যেকটি ক্লাসরুমে ফ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে, স্কুলে বড় আকারের একটি হল রুমের ব্যবস্থা করতে হবে, স্কুলে শারীর শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, টিলাবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে খেলাধুলার পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলার সামগ্রী প্রদান করতে হবে, স্কুলে একটি ডাইনিং রুমের ব্যাবস্থা করতে হবে। প্রচন্ড গরমের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা টায়ার জ্বালিয়ে দেওয়ার কারণে আগুনের দোয়ায় এবং আগুনের লেলিহান শিখায় গরমে বাজার সম্পূর্ণ উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় একজন ছাত্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় কৈলাসহর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। ছুটে আসে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের গাড়ি। অসুস্থ ছাত্রটিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে। কিছু লোকজন ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনকে অসহযোগিতা করছেন।তার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। পাঁচ ঘন্টা রাস্তা অবরোধ থাকার পর ছুটে আসেন ঊনকোটি জেলা শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা শ্যামল দাস। তিনি এসে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন।শেষ অব্দি ছাত্র-ছাত্রীদের টিলাবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নিয়ে স্কুলের প্রধানশিক্ষক সহ এন এস ইউ আই নেতাদের নিয়ে দীর্ঘ প্রায় একঘন্টা বৈঠক করে তাদের দাবি-দাওয়া পূরন করার আশ্বাস দেন শিক্ষা আধিকারিক।সুনিদৃষ্ট আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীরা রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করে।

কমিশন

● প্রথম পাতার পর

নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পা ফুলে গিয়েছে। অভিযোগ, ভিড় ছিল। ৪-৫ জন মিলে ধাক্কাধাক্কি করেছে। স্থানীয় পুলিশ ছিল না। পুলিশ সুপারও ছিল না। জেনে বুঝেই এটা করেছে। আমার বুকে যন্ত্রণা করছে। নির্বাচন কমিশনে জানাব"।

বাবার

● প্রথম পাতার পর

কয়েক বছর তাদের দাম্পত্য জীবন ভালো ভাবে কাটলেও তা স্থায়ী হয়নি। কিছু দিন পর থেকেই শুরু হয় অশান্তির আগুন। সংসারিক অশান্তির জেরে প্রায় সময় নেশা গ্রস্থ অবস্থায় বাড়ি এসে হই হুল্লোড় করতো বলে ভুট্টো সরকার।

এ নিয়ে প্রায় সময় নিজেদের পরিবারে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত।অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার রাত্রেও তাদের মধ্যে ঝগরা বাধে। নেশার টাকার জন্য স্ত্রী নমিতা দাসের উপর প্রচন্ড চাপ দিতে থাকে এবং টাকা দিতে না পারায় এক পর্যায়ে স্ত্রীকে প্রচন্ড মারধর করে। ফলে স্বামীর মারধর সহ্য করতে না পেরে নমিতা দাস তার এক ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে পাশে তার বাবার বাড়িতে চলে যায়। বুধবার সকালে তার মেয়ে দেখতে পায় যে, তার বাবা ওঠানের কাঁঠাল গাছে ঝুলে আছে। তার চিৎকার শুনে তার মা ও মামা সহ আশে পাশের লোক জন ছুটে আসে।

পরবর্তী সময়ে কলমচৌড়া থানার পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটিকে মাটিতে নামিয়ে আনে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য বক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। নমিতা দাসের বাবা জানায় যে, তার মেয়ের জামাই আরো দুই বার ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।এমনকি একবার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চায়। কিন্তু এইবারে যেন আর শেষ রক্ষা হলো না।পটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এক ব্যক্তির ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

দুর্ঘটনার কবলে দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ মার্চ।। দ্রুতগতিতে মদ মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনার কবলে দুই যুবক। যদিও দুজনের মধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত হয় নি। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন সাধন কলই ভবন(সিপিআইএম পার্টি অফিস) সংলগ্ন এলাকায় বুধবার রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ বহির রাজ্যের দুই যুবক মদ মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে একটি টমটম ও একটি মোটর চালিত রিক্সা কে ধাক্কা দিয়ে জাতীয় সড়কের পাশের ফুটপাতের ওপর উঠে যায়। রিক্সা ও টমটম দুটোয় রাস্তার পাশে দাঁড় করানো অবস্থায় ছিল। যদিও সৌভাগ্যবশত প্রাণে বেঁচে যায় ফুটপাত ধরে যাতায়াত করা পথচারীরা। জানা যায় দুই যুবকের মধ্যে এক যুবক তথা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকা সুধীর বিশ্বাসের বাড়ি বহি রাজ্যের কলকাতার নদীয়াতে। সুধীর ঘটনাস্থল থেকে পালাতে গেলে উত্তেজিত স্থানীয় জনতা তাকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের কাছে তুলে দেয় এবং অপর আরেক যুবক ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়, তার নাম জানা যায়নি। তবে সুধীর বিশ্বাসকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে।

ক্রীড়াঙ্গন

দীর্ঘ ১৭ বছরের সম্পর্কে ইতি, ইউরোর পরই জার্মানির কোচের পদ ছাড়ছেন লো

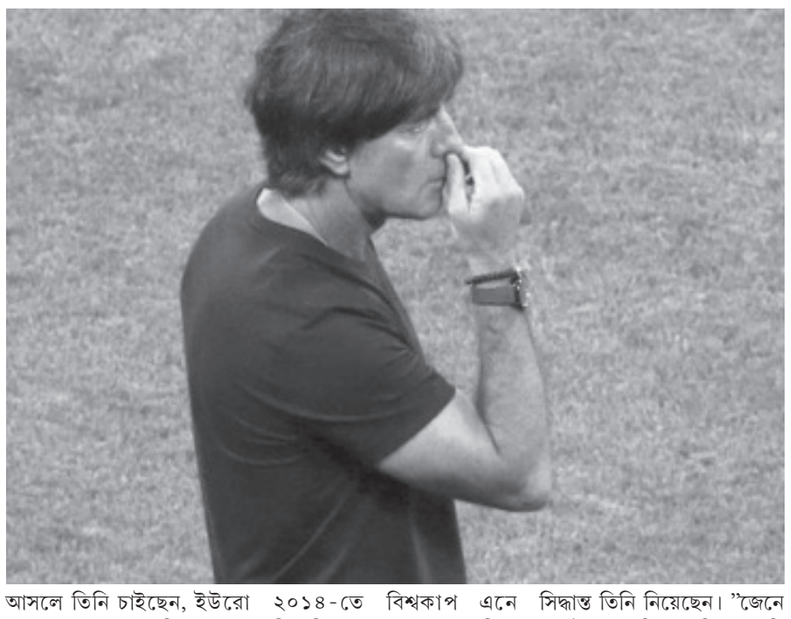

দীর্ঘ ১৭ বছর। একটানা জার্মান ফুটবল দলের তিনি ছিলেন আসল মুখ। অবশেষে জানিয়ে দিলেন ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের পর আর তিনি নেই। তাঁকে যেন কোচের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।তিনি বলতে জোয়াকিম লো। জার্মানি ফুটবল দলের বর্তমান কোচ। চুক্তি অনুযায়ী কাতার বিশ্বকাপ পর্যন্ত তাঁর জাতীয় দলের কোচ থাকার কথা। লো জানিয়ে দিয়েছেন, কাতার বিশ্বকাপের আগেই তিনি সরে দাঁড়াতে চান। গতবছর ইউরো কাপ কোভিড সমস্যার দরুন হয়নি। এবার জুন-জুলাইতে হবে। তাই লো এক বছর আগে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যাতে নতুন কোচ এসে তাঁর মনের মতো করে দলকে সাজিয়ে তুলতে পারেন। প্রশ্ন হল, জার্মানির দায়িত্বে আসছেন কে? শোনা যাচ্ছিল, লিভারপুলের ম্যানেজার য়ুরগেন ক্লপকে নিয়ে আসা হবে।কিন্তু স্বয়ং ক্লপ ব্যাপারটা অস্বীকার করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কাছে লিভারপুলের দায়িত্ব অনেক বেশি সম্মানের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিপজিগের বিপক্ষে ফিরতি ম্যাচ খেলার আগে সাংবাদিকরা তাঁকে জার্মান দলের দায়িত্ব নিচ্ছেন কিনা জানতে চেয়েছিলেন। সেই প্রশ্নের জবাবে লো স্পষ্ট জানিয়ে দেন, না। ''দীর্ঘদিন ধরে খুব ভাল কাজ করছেন জোয়াকিম। এতদিন কেউ জার্মানির দায়িত্বে থাকেননি। আসলে তিনি চাইছেন, ইউরো কাপকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দিতে। এখন দরকার জোয়াকিমের মতো একজন প্রথিতযশা কোচ খুঁজে বের করা। যিনি প্রকৃত জোয়াকিমের জায়গা যেন নিতে পারেন। জার্মান ফেডারেশনের কাছে নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'' বলেন ক্লপ। আসলে জোয়াকিম বুঝে গিয়েছেন, তাঁর প্রতি জার্মানদের সেই বিশ্বাস বা আস্থা আর নেই। আগে ছিলেন সহকারী কোচ। ২০০৬ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০১৪-তে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন। অথচ গত রাশিয়া বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডে দল বিদায় নেয়। সেই ঘটনার পর তাঁর প্রতি জার্মানদের আস্থায় চিড় ধরেছিল। ফের বিপর্যয় ঘটে গত নভেম্বরে। যখন ন্যাশনস লিগে স্পেনের কাছে ৬-০ গোলে হারে সাদা জার্সিধারীরা। জার্মানরা তখন থেকে বলতে থাকেন, নতুন করে আর কিছু দেওয়ার নেই জোয়াকিমের। অনেকে তাই মনে করছেন, বুঝেশুনেই এমন কঠিন সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। ''জেনে শুনেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে আমি বাধ্য হয়েছি। একদিকে যেমন আমি দেশের কোচ হয়ে গর্বিত, অন্যদিকে এতদিন ফেডারেশন আমাকে একই পদে রাখার জন্য কৃতজ্ঞ। সরে দাঁড়ানোর কথা বললেও ইউরো কাপে ভাল কিছু করতেই হবে। একই মনোবল আমার থাকবে। গত ১৭ বছর ধরে এমন সব তারকা ফুটবলারদের সঙ্গে কাজ করেছি যা কোনওদিন ভুলতে পারব না।'' জানিয়ে দিয়েছেন জোয়াকিম।

ভয়ঙ্কর সমস্যায় কেকেআরের বরুণ! জাতীয় দল থেকে পুরোপুরি বাদ পড়ার মুখে তারকা

কেকেআরের বরুণ চক্রবর্তীর সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না। জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েও সম্ভবত টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে খেলার জন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। কারণ আবার বেঙ্গালুরুতে এনসিএ একাডেমিতে আবার ফিটনেস টেস্টে ব্যর্থ হলেন তিনি।বোর্ডের এক কর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলে দিয়েছেন, ''অস্ট্রেলিয়া সফরে কাঁধের চোটের জন্য খেলতে পারেনি বরুণ। সেই চোট সারিয়ে ফেরার জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে বরুণকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তারপরে এনসিএ-তে রিহ্যাব করেছিল। ভালোভাবে থ্রো-ও করতে দেখা গিয়েছিল ওকে। তবে ও ইয়ো ইয়ো টেস্ট এবং ২ কিমি দৌড়ের ফিটনেস টেস্ট টানা দুবার ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয়েছে।''বরুণ চক্রবর্তীর নির্বাচন নিয়ে আরো অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে চেতন শর্মার নেতৃত্বাধীন নির্বাচনী প্যানেলকে। প্রশ্ন ওঠে গিয়েছে, যে ক্রিকেটার অক্টোবরের পর রাজ্য দল তামিলনাড়ুর হয়ে একটিও ম্যাচ খেলেনি তাঁকে কীসের ভিত্তিতে নির্বাচনী স্কোয়াডে রাখলেন নির্বাচকরা।বোর্ডের সূত্র পিটিআইকে বলেছেন, ''ও মুস্তাক আলি চলাকালীন রিহ্যাব করছিল। তবে তারপরেও ও তামিলনাড়ুর হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে একটাও ম্যাচ খেলেনি। পাঁচ মাস আগে কোন ম্যাচ খেলেছিল তাঁর ভিত্তিতে কীভাবে ওঁর ম্যাচ ফিটনেস বোঝা সম্ভব? বরুণ চক্রবর্তীর নির্বাচন নির্বাচকদের কাছে শিক্ষা হয়ে থাকবে।''তারপর তিনি কড়া ভাষায় বলেছেন, ''ভারতীয় দলে যে ফিটনেসের পর্যায়ে রয়েছে সেখানে কেবলমাত্র বোলিং করে স্কোয়াডে থাকা সম্ভব নয়।'' জানা গিয়েছে, রাহুল চাহারকে খেলানো হবে টি২০-তে। কারণ টেস্ট সিরিজের শুরু থেকেই বায়ো বাবলের রয়েছেন চাহার।এদিকে, বরুণ চক্রবর্তীর মতই সমস্যায় পড়েছেন টি নটরাজন। টি২০ দলের অন্যতম অস্ত্রের কাঁধে হালকা চোট রয়েছে। তবে তামিল তারকা দ্রুত ম্যাচ ফিট হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। যদিও হাতে সময় খুব কম। জানা গিয়েছে, ফিট না হওয়ার কারণে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে না-ও দেখা যেতে পারে নাটুকে। এনসিএ-তে মেডিক্যাল টিম নটরাজনকে ম্যাচ ফিট করে তোলার জন্য পুরো প্রচেষ্টা করছেন। জাতীয় দলের সঙ্গে অনুশীলন করছেন রাহুল তেওটিয়া। তিনিও নিজের দ্বিতীয় ফিটনেস টেস্টের ফলাফলের অপেক্ষায়।

নর্থইস্ট-কে হারিয়ে প্রথমবার আইএসএলের ফাইনালে এটিকে মোহনবাগান

প্রথমবার আইএসএলের মঞ্চে এসেই হাবাসের হাত ধরে ফাইনালে উঠল এটিকে মোহনবাগান দল। যদিও এর আগে এটিকে মোহনবাগানকে তিনবার আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন করেছেন অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাস। মঙ্গলবার আইএসএলের দ্বিতীয় লিগের সেমিফাইনালে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছ গেল এটিকে মোহনবাগান। এদিন রোমাঞ্চকর ফুটবল ম্যাচ দেখল ফুটবলপ্রেমীরা। এদিন প্রথম লিগের সেমিফাইনাল খেলা ড্র হয় ১-১ ব্যবধানে। এদিন সবুজ মেরুন ব্রিগেডের হয়ে দুটি গোল করেন ডেভিড উইলিয়ামস ও মনবীর সিং।

পাহাড়ি দলটির হয়ে একটি মাত্র গোল করেন ভিপি সুহের।টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এদিনের দ্বিতীয় লিগের সেমিফাইনাল। একের পর এক আক্রমণে দুই দলই মরিয়া চেষ্টা চালায় গোলের দরজা খুলতে। ৩৮ মিনিটে প্রথম গোল পায় এটিকে মোহনবাগান। ম্যাকহিউর বাড়ানো বল ধরে ডেভিড উইলিয়ামসকে পাস করেন রয় কৃষ্ণা। উইলিয়ামস দুজন ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করে দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়িয়ে দেন। এরপর চেষ্টা করেও প্রথমার্ধে আর সমতায় ফিরতে পারেনি নর্থইস্ট ইউনাইটেড।দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধের জন্য মরিয়া চেষ্টা করে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। কিন্তু পাল্টা প্রতি আক্রমণে গোল খেয়ে বসে খালিদ জামিলের দল। খেলার ৬৮ মিনিটে গোল করে সবুজ মেরুন ব্রিগেডের ব্যবধান বাড়ান মনবীর। রয় কৃষ্ণার বাড়ানো বল অনেকটা দৌড়ে ডানদিক থেকে কাট করে ঢুকে গোলরক্ষক শুভাশিসকে পরাস্ত করে বাঁ-পায়ের অনবদ্য শটে গোল করেন তিনি। এরপর অভিজ্ঞ বিদেশি ডিফেন্ডার ল্যাম্বট এবং স্ট্রাইকার ব্রাউনকে নামিয়ে মোক্ষম চাল দেন খালিদ জামিল। যার ফলস্বরূপ খেলার ৭৪ মিনিটে গোল করে ব্যবধান কমিয়ে ২-১ করেন ভিপি সুহের। শেষ ২০ মিনিটে একের পর এক আক্রমণ করলেও এটিকে মোহনবাগানের রক্ষন ভাঙতে ব্যার্থ হয় নর্থইস্ট ইউনাইটেড। ফলে দুই ম্যাচ মিলিয়ে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ফাইনালে চলে গেল এটিকে মোহনবাগান। আগামী ১৩ তারিখ অর্থাতশনিবার ফাইনালে মুম্বাই সিটি এফসির মুখোমুখি হবে এটিকে মোহনবাগান।

কোহলী, ধোনির রেকর্ড বিজয় হজারেতে ভেঙে দিলেন পৃথ্বী শ

ঝড় তুললেন। সেই সঙ্গে পৃথ্বী শ ভেঙে দিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি এবং বিরাট কোহলীর রেকর্ড। বিজয় হজারে ট্রফিতে অপরাজিত ১৮৫ রানের ইনিংস খেললেন তিনি। ঘরোয়া এবং একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট (লিস্ট এ ক্রিকেট) মিলিয়ে এটি রান তাড়া করে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। কোহলী এবং ধোনি দুজনেরই ১৮৩ রানের ইনিংস রয়েছে। সেই দুটি অবশ্য আন্তর্জাতিক ম্যাচে। মঙ্গলবার বিজয় হজারে ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে রান তাড়া করতে নেমে মুম্বই অধিনায়ক পৃথ্বী সৌরাষ্ট্রর বিরুদ্ধে ১২৩ বলে অপরাজিত ১৮৫ রান করেন। ধোনি ২০০৫ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয়পুরে রান তাড়া করে অপরাজিত ১৮৩ রান করেছিলেন। কোহলী ২০১২ সালে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরদ্ধে ১৮৩ রান করে ভারতকে ৬ উইকেটে জিতিয়েছিলেন। দুজনকেই ছাপিয়ে গিয়ে পৃথ্বী মুম্বইকে সেমি ফাইনালে তোলেন। পৃথ্বীর ইনিংসে ২১টি চার, ৭টি ছয় রয়েছে। তিনি এবং যশস্বী জয়সওয়াল প্রথম উইকেটে ২৩৮ রান তুলে ফেলেন। যশস্বী ১০৪ বলে ৭৫ রান করেন।

করোনা পরীক্ষায় সকলেই পাশ অনুশীলন শুরু ধোনিদের

আইপিএল ২০২০ ভুলতে চাইবেন চেন্নাই সুপার কিংসের সমর্থকরা। ক্রিকেটাররাও যে মনে রাখতে চাইবেন এমন নয়। গত বার প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন একাধিক ক্রিকেটার। এ বার যদিও এখনও অবধি সকলেই করোনামুক্ত।

অনুশীলনও শুরু করে দিল চেন্নাই শিবির।এক সপ্তাহ নিভৃতবাসে ছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনিরা। ৩ মার্চ চেন্নাইয়ে অনুশীলনে যোগ দিতে চলে আসেন একাধিক ক্রিকেটার। তাঁদের সকলেরই করোনা পরীক্ষা কড়া হয়। সেই পরীক্ষায় সকলেই করোনামুক্ত বলে জানা গিয়েছে। ধোনি ছাড়াও দলের সঙ্গে রয়েছেন অম্বাতি রায়ডু, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের মতো ক্রিকেটাররা। চেন্নাই দলের নতুন সদস্য পেসার হরিশঙ্কর রেড্ডী বলেন, ''করোনার জন্য যে যে নিয়ম মানা প্রয়োজন তা মেনে চলা হচ্ছে। সোমবার থেকে নেটে অনুশীলনও শুরু করে দেওয়া হয়েছে।'' এ বারের নিলামে মইন আলি, চেতেশ্বর পূজারা, কৃষ্ণপ্পা গৌতমের মতো বেশ কিছু ক্রিকেটার কিনেছে চেন্নাই। দলে থাকবেন সুরেশ রায়নাও। ধোনির নেতৃত্বে এ বার ঘুরে দাঁড়াতে চাইবেন হলুদ জার্সিধারিরা। ১০ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে প্রথম খেলতে নামবেন ধোনিরা। সব দলই খেলবে নিরপেক্ষ মাঠে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে গেলেন রোনাল্ডো

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ১৬-র লড়াই থেকে বিদায় নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মঙ্গলবার গভীর রাতে ১০ জনের পোর্তোর বিরুদ্ধে ৩-২ ব্যবধানে জিতেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে গেল জুভেন্টাস। প্রথম পর্বের খেলায় নিজেদের মাঠে ২-১ গোলে জিতেছিল পোর্তো। দ্বিতীয় পর্ব মিলিয়ে ম্যাচের ফল দাঁড়ায় ৪-৪। কিন্তু বাইরের মাঠে বেশি গোল করায় কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল পোর্তো।মঙ্গলবার প্রথম ৯০ মিনিটে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন রোনাল্ডোরা। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়। সেখানে ২ দলই একটি করে গোল করে। পোর্তোর মাঠে জুভেন্টাস করেছিল ১ গোল, কিন্তু তুরিনে জুভেন্টাসের মাঠে ২ গোল করায় পরের পর্বে চলে গেল পোর্তো। ৫৪ মিনিটে পোর্তোর মেহদি তেরেমি লাল কার্ড দেখেন। এতটা সময় প্রতিপক্ষকে ১০ জনে পেয়েও ব্যর্থ জুভেন্টাস।১৯ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে পোর্তোকে এগিয়ে দেন সার্জিয়ো অলিভিয়েরা। সেই গোল শোধ করেন ফেডেরিকো চিয়েসা ৪৯ মিনিটে। ৬৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান তিনিই। অতিরিক্ত সময় খেলা গেলে পোর্তোর হয়ে ফের জালে বল জড়িয়ে দেন অলিভিয়েরা। ২ মিনিটের মধ্যে এদ্রিয়েন র‍্যাবিয়ট গোল করে দলকে এগিয়ে দিলেও পরের পর্বে নিয়ে যেতে পারলেন না।জুভেন্টাসের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার স্বপ্ন এ বারেও অধরা থেকে গেল রোনাল্ডোর।

PNIeT No: 50/EE/CCD/PWD/2020-21, Dated. 25/02/2021
The **Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender (Single Bid)** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered wh PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **19-03-2021** for the work of **Maintenance of staff quarter complex under Capital Complex Division during the year 2020-21/SH:-Annual maintenance of Typed quarters under Capital Complex.** For Details visit website https://tripuratenders.gov.in . Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Estimated Cost: Rs. 7,65,634.00, Earnest Money: Rs.7,656.00 and Time for completion: 365 Days.
ICA-C-3403/21
(Er. P.R. Ghogh Adhikari)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(R&B),
Kunjaban Extension, Agartala, Tripura(W)

Dated, Arundhatinagar, the 3rd March, 2021
Press Notice Inviting e-Tender

Sl. No.	Name of Work	Tender Value/ Estimated Cost	EMD & Tender fee	Completion period	Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place Of Bidding
1	Procurement of Printed Polythene Packet for State Bio-Control Laboratory under State Agriculture Research Station, A.D.Nagar,Agartala	Rs.2.5 lakh (appr ox)	EMD Rs. 5,000/- Tender Fee- Rs. 1000/-	180 Days	26.03.21 5.30 p.m.	30.03.21 12 p.m.	https://tripuratender.gov.in

Eligible bidders shall participate in bidding only in online mode through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing with option for Re-Submission wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e- procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of NJ Submission. Submission of bids physically is not permitted. Bid Fee and Earnest Money Deposit are to be paid electronically over the Online payment facility provided in the portal, E. ny time after Bid Submission Start Date & before Bid Submission End Date, using either of the supported payment Mode like Net Banking I Debit Card/ Credit Card. The Bid Fee of Rs.1000 only, as paid electronically over the Online Payment facility, is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue. Bid(s) shall be opened through online process by respective designated Bid openers on behalf of the Joint Director of Agriculture (Research) Arundhutinagar, Agartala and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders gov.in. For any enquiry, please contact sarstripura@gmail.com.in.
ICA-C-3396/21
(ARUN BHATTAC4ARYA)
Joint Director of Agriculture (Research)
State Agriculture Research Station
Arundhatinagar, Agartala.

The Executive Engineer, Mechanical Division (R&B), Agartala, West Tripura Tripura invites e-tender against Press NIeT NO 41/EE/PNIe-T/ MECH-DIVN/AGT/2020-2021 Dated:25.02.2021,
For Proposed extension of Circuit House at Dharmanagar, North Tripura/ SH: Providing, installation and commissioning of Split type Air Conditioning Machine in the different rooms of newly constructed Circuit house at Dharmanagar, North Tripura during the year 2020-21
With *Estimated cost : Rs.* 19,52,645.00 *Earnest Money : Rs.* 19,526.00
Time of Completion:- 45 (Forty five) days.
Last Date of bidding for bids 18-03-2021 up to 15.00Hrs.
Opening of bid- 18-03-2021 at 15.30Hrs
For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**
Sd/- Illegible
Executive Engineer
Mechanical Division
Agartala, Tripura
ICA-C-3409/21

Admission Notification
For regular Mode/Fresher B.Ed. (Two-Year) programme of College of Teacher Education (CTE), Kumarghat, Unakoti, Tripura for the Academic Session 2021-2022
Applications are invited from the fresher candidates residing in Tripura for admission to regular mode/fresher B.Ed. (Two-Year) programme in College of Teacher Education (CTE), Kumarghat, Unakoti, Tripura for the academic session 2021-2022.
B.Ed, admission forms for the session 2021-22 will be distributed from 15th March to 5th April and filled-in admission form will be received from 15th March to 9th April, 2021. The details of the programme, eligibility criteria and other relevant information are available in the college website www.cte.kumarghat.in
ICA-D-1651/21
Sd/- (Dr. Nibas Chandra Sil)
Principal-In-Charge & H.O.
CTE, Kumarghat, Unakoti, Tripura

MEMORANDUM
WHEREAS, Sri Biswajit Sarkar, O. T. Assistant attached to AGMC & GBP Hospital, Agartala has been un-authorized absent from his duties w.e.f. 15-05-2017 to till date;
AND WHEREAS, Sri Sarkar, O. T. Assistant has asked to appear before the Standing Medical Board, AGMC & GBP Hospital, Agartala to examine the genuineness of his illness during the un-authorized absent period. But, he did not appear before the Standing Medical Board, AGMC & GBP Hospital, Agartala vide letter of the Chairman, Standing Medical Board, AGMC & GP Hospital, Agartala No. F.4 (2)-MED/94-95 dated 26-02-2020;
AND
WHEREAS, Sri Sarkar, OT. Assistant has been un-authorized absent from duty on several occasions and he has asked to explain but, he did not respond;
AND
WHEREAS, a memorandum was issued by the undersigned to Sri Sarkar vide this Directorate memorandum and a letter of even number dated 06-05-2020 & 02-11-2020 which was send to his residential address seeking explanation to his such un-authorized absent within 07(seven) days from the date of receipt of the memorandum. But, he did not submit any reply nor gave any response to the said memorandum;
AND
WHEREAS, such activities of Sri Sarkar, O.T. Assistant is un becoming on the part of a Government employee of his status.
NOW, THEREFORE, an open memorandum is issued through the leading daily news paper to Sri Sarkar. O.T. Assistant, AGMC & GBP Hospital, Agartala to resume his duties within 07(seven) days from the date of publication of this memorandum with proper justification of his un-authorized absence from duty so long, failing which ex-parte decision shall be taken against him.
Sd/- Illegible
Director of Health Services
Government of Tripura,
Agartala
ICA-D-1643/21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শিবরাত্রী আসন্ন। তাই রাজধানী আগরতলায় শিববাড়িতে প্রস্তুতি জোরদার। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

আস্থাভোটে জয়ী মনোহর লাল খট্টরের সরকার

হরিয়ানা, ১০ মার্চ (হি. স.) : আস্থাভোটে জয়ী হল মনোহর লাল খট্টরের সরকার। সম্প্রতি কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই দুই নির্দল বিধায়ক শাসক জোট থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করতেই সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণের দাবিতে সরব হয় কংগ্রেস, আস্থা ভোটের প্রস্তাব দেয় তাঁরা। তবে বুধবার সেই আস্থাভোটে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে দেখাল বিজেপি সরকার।

৯০ আসনের হরিয়ানা বিধানসভায় বিজেপির দখলে রয়েছে ৪০টি আসন, জোটসঙ্গী জননায়ক জনতা পার্টির ১০ বিধায়ক ও ৫ জন নির্দল বিধায়কের সমর্থনও ছিল শাসক দলের সঙ্গে। তবে কৃষক আন্দোলন শুরু হওয়ার পরই চাপের মুখে পড়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রী দুষ্যন্ত চৌটলার দল জননায়ক জনতা পার্টি। ফেব্রুয়ারি মাসেই বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদলের সদস্য অভয় সিং চৌটলা। তাঁর বাবা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওম প্রকাশ চৌটলা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র কাছে চিঠি লিখে আইন প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছিলেন। এদিন আস্থা ভোটের ডাক দিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভূপিন্দর সিং হুডা বলেছিলেন, "দুই নির্দল বিধায়ক, যাঁরা বিজেপিকে সমর্থন করছিলেন, তাঁরা জোট থেকে নিজেদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আস্থা ভোট হলেই জানা যাবে কারা সরকারের সঙ্গে রয়েছে।" অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর জানান, সরকারের উপর কোনও সংকট নেই। তিনি বলেন, "আস্থা ভোট হলেও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারব, এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।"

এদিন বিধানসভায় আস্থাভোট হলে বিজেপি-জেজেপি জোট ৫৫টি ভোট পায় এবং বিরোধী দল ৩২টি ভোট পায়। ৯০ আসনের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে প্রয়োজন ছিল ৪৫টি ভোট। শাসক জোট ৫৫টি ভোট পাওয়ায় আস্থা ভোটে জয়ী হন তাঁরাই।

হিমাচলের চম্বায় খাদে পড়ল প্রাইভেট বাস, মৃত্যু ৯ জনের

চম্বা ১০ মার্চ (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর পাহাড়ি খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একই বেসরকারি বাস। ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের, এছাড়াও আরও ৯ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চম্বা জেলার তিস্সা মহকুমার অন্তর্গত কলোনি মোড়ের কাছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি মংলি-বুন্দেদি থেকে চম্বা অভিমুখে আসছিল। কলোনি মোড় থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে হাত লাগান, পরে দুর্ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ।

মোদী থেকে শাহ, বঙ্গে বিজেপির তারকা প্রচারক মিঠুন-পায়েলও

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির তারকা প্রচারকের তালিকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নাম থাকাটা স্বাভাবিকই। তারকা প্রচারকের তালিকায় নাম রয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথেরও, সেই তারকা প্রচারকের তালিকায় নাম থাকল সেলিব্রিটি জগৎ থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া মিঠুন চক্রবর্তী এবং অভিনেত্রী পায়েল সরকারের নামও। নাম রয়েছে অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত প্রমুখের।

আগামী ২৭ মার্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। ভোট হবে ৮ দফায়। তার আগে বিজেপির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারের (প্রথম দফা) জন্য তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছে। মোট ৪০ জনের নাম রয়েছে তারকা প্রচারকের তালিকায়। সেই ৪০ জন হলেন-নরেন্দ্র মোদী, জে পি নাড্ডা, রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, নীতিন গড়করি, অর্জুন মুন্ডা, ধর্মেন্দ্র প্রধান, স্মৃতি ইরানি, কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, শিব প্রকাশ, মুকুল রায়, দিলীপ ঘোষ, যোগী আদিত্যনাথ, শিবরাজ সিং চৌহান।

এছাড়াও তারকা প্রচারক তালিকায় নাম রয়েছে-শুভেন্দু অধিকারী, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ মেনন, বাবুল সুপ্রিয়, শাহনওয়াজ হুসেন, মনোজ তিওয়ারির, রুপা গাঙ্গুলি, লকেট চট্টোপাধ্যায়, মিঠুন চক্রবর্তী, যশ দাসগুপ্ত, পায়েল সরকার, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের। সবমিলিয়ে তারকা প্রচারকের তালিকায় মোট ৪০ জনের নাম রয়েছে।

আইকোর কাণ্ডে মানস ভুইঞাকে সিবিআইয়ের নোটিস, হাজিরার নির্দেশ

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি.স.): 'আইকোর' কাণ্ডে এবার নজরে সবংয়ের তৃণমূল প্রার্থী মানস ভুইঞা। বুধবার তাঁকে নোটিস পাঠাল সিবিআই। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অতি শীঘ্রই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। জানা গিয়েছে, 'আইকোর'-এর একটি অনুষ্ঠানের ভিডিও কিছুদিন আগে প্রকাশ্যে আসে। সেখানে দেখা গিয়েছিল মানস ভুইঞাকে। তিনি আইকোরের সমর্থনে একাধিক বক্তব্যও রেখেছিলেন। এছাড়াও আইকোর কাণ্ডের জেরায় একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন মানস ভুইঞার নাম। সেই কারণেই তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিলেন তদন্তকারীরা।

কিছুদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ দাবি করেছিলেন, 'সিবিআই আইকোর কাণ্ডের তদন্ত করছে। এই তদন্ত থেকে বাঁচতে শোভন চট্টোপাধ্যায় বিজেপির মঞ্চ থেকে বড় বড় কথা বলছে। আমি এব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়েছি ও ভিডিয়ো জমা দিয়েছি। আমাকে জানানো হয়েছে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।' গত বছর নভেম্বর মাসে ওড়িশার জেলে মারা যান আইকোর কর্তা অনুকূল মাইতি। ২০১৭ সালে বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার মাধ্যমে বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা তোলার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে সিবিআই।সিবিআইয়ের আগে, রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি ২০১৫ সালে গ্রেফতার করেছিল পূর্ব মেদিনীপুরের এই চিটফান্ড সংস্থার মালিককে। সিবিআইয়ের দাবি, আইকোর বেআইনি ভাবে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা-র কয়েক লক্ষ লগ্নিকারীর কাছ থেকে প্রায় ৩০০০ হাজার কোটি টাকা তুলেছিল। গোটা টাকাই তারা আত্মসাৎ করে। অনুকূল মাইতি ছাড়াও তাঁর স্ত্রী কণিকাকেও গ্রেফতার করে সিবিআই। ওড়িশার প্রতারিত লগ্নিকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করেছিল সিবিআই।

তদন্তকারীদের অনুমান, মানসবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আইকোর কাণ্ডের তদন্তে প্রয়োজনীয় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলবে। জানা যাচ্ছে, ওই ভিডিও-র ভিত্তিতে আরও একাধিক প্রভাবশালীকেও দেখা গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে তাঁদেরও।

বিজেপি-বিরোধিতা এড়িয়ে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহারে শুধু উন্নয়নের কথা

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : লক্ষ্য উন্নয়ন। স্রেফ আরও উন্নয়ন রাজ্যের। সেই লক্ষ্য নিয়েই তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় ফিরতে চায় তৃণমূল। দলীয় ইস্তেহারেও তাদের সেই লক্ষ্যের কথাই লিখে ফেলেছে শাসকদল।

অযথা বিজেপিকে আক্রমণ এড়াতে চায় ইস্তেহারে। হিংসার কথা নয়। তৃণমূল সূত্রে ইতিমধ্যে জানা গিয়েছে, এবারের ইস্তেহার তৈরির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দলের শীর্ষনেতাদের মতামতের উপরই ভিত্তি করা হয়নি। সমাজের বিশিষ্টদেরও মতামত নেওয়া হয়েছে। নন্দীগ্রাম থেকে আপাতত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেরার অপেক্ষা। তার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে দেওয়া হবে সেই ইস্তেহার।

সমাজের নানা সম্প্রদায়ের মানুষের কথা ভেবে গত দশ বছরে নানা প্রকল্প নিয়েছে সরকার। তাদের উপকারিতা সমাজের নানা অংশে কতটা পৌঁছেছে, বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে সেই পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। আর কী রয়েছে তাতে?

দশ বছরে কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, খাদ্যসাথীর মতো প্রকল্প তো বটেই, করোনা ও আমফান পর্বে যে লড়াই চালিয়েছে রাজ্য এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে কী কী পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, সে সবও ইস্তেহারে থাকছে বলে দলের শীর্ষনেতৃত্বের তরফে জানা গিয়েছে। ভোটের কাছাকাছি এসে একেবারে শেষ পর্বে দুয়ারে সরকার আর পাড়ায় সমাধানের মতো দু-দুটি শিবির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যার মাধ্যমে অসংখ্য রাজ্যবাসীর বহু দাবি-দাওয়া মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতি বছর দু'বার করে সেই শিবির হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে জানিয়েছেন। চালু করা হয়েছে গরিবের জন্য পাঁচ টাকার মা-ক্যান্টিন। যার মাধ্যমে গরিবের জন্য দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য। উন্নয়নের এই খতিয়ানই দলীয় ইস্তেহারে তুলে ধরা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "রাজ্য সরকার লাগাতার মানুষের উন্নয়নে বিশ্বাসী। সেই প্রসঙ্গই দলীয় ইস্তাহারে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।"

একুশের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান শত্রু বিজেপির সঙ্গে সরাসরি লড়াই। দলীয় নানা বৈঠকে সে কথা নেতৃত্বের মুখে উঠেও এসেছে। সেই লড়াইয়ে দলের নানা কৌশলও রয়েছে। সেই প্রসঙ্গ দলীয় ইস্তেহারে থাকছে না। তার কারণ হিসাবে ফিরহাদ বলেছেন, "দল রাজ্যে ফের ক্ষমতায় এসে আরও উন্নয়নের কথা ভাববে। নানা পরিকল্পনাও স্বাভাবিকভাবেই থাকছে।"

একইসঙ্গে বিজেপির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেছেন, "বিজেপির হিংসার কথা আমাদের ইস্তেহারে থাকছে না। শুধুশুধু তাদের আক্রমণের পথে গিয়ে আমরা নিজেদের লক্ষ্য থেকে সরছি না। আমাদের ওয়ান পয়েন্ট অ্যাজেন্ডা।

বঙ্গ-ভোটে দুই প্রার্থীর নাম ঘোষণা বিজেপির অসমে তিন প্রার্থী

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আরও দু'জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি। একইসঙ্গে অসম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বুধবার ৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুর সদর বিধানসভা আসন থেকে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়। বড়জোড়া আসনের বিজেপি প্রার্থী করা হয়েছে সুপ্রীতি চট্টোপাধ্যায়কে।

অন্যদিকে, অসম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এদিন ৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। অসমের হাইলাকান্দি বিধানসভা আসনের প্রার্থী করা হয়েছে মিলন দাসকে, সিপাঝার আসনের প্রার্থী পরমানন্দ রাজবংশী এবং হোজাই আসনের বিজেপি প্রার্থী হলেন রামকৃষ্ণ ঘোষ। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২৭ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ, বঙ্গে ৮ দফায় হবে ভোট।অসমে তিন-দফায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৭ মার্চ, দ্বিতীয় দফা ১ এপ্রিল এবং তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে ৬ এপ্রিল।

আলিয়া ভাটের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ, স্বস্তি

মুম্বই, ১০ মার্চ (হি. স.) : রণবীর ও বনশালীর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসার পরই তাঁদের সংস্পর্শে আসা আলিয়া ভাটকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়। এরপরই আলিয়ারও করোনা পরীক্ষা করা হয়। সেই রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানা গিয়েছে। আলিয়ার রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় স্বস্তিতে তাঁর পরিবার।

মঙ্গলবার জানা যায়, করোনা আক্রান্ত হয়েছেন রণবীর কাপুর। তাঁর মা নিতু কাপুর নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি জানান। সেখানে জানানো হয়, রণবীরের চিকিৎসা চলছে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। তিনি কোয়ারান্টিনে রয়েছেন এবং সবরকম সতর্কতা মেনে চলছেন। এরপরই মঙ্গলবারই আবার জানা যায়, করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনশালীরও। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ও তিনি হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের গুরগাঁও ফিল্ম সিটিতে আলিয়ার সঙ্গে একটি ছবির শুটিং করছিলেন তিনি। সঞ্জয়ের করোনা পজিটিভ আসায় আলিয়া সহ শুটিং ইউনিটের সকলকেই কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়। সঞ্জয়ের মায়েরও করোনা পরীক্ষা করান। তবে তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এদিন জানা যায়, আলিয়ারও রিপোর্ট নেগেটিভ।

উত্তরাখণ্ডের নয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ তিরথের, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

দেহরাদুন, ১০ মার্চ (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন বিজেপি সাংসদ তিরথ সিং রাওয়াত। বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ উত্তরাখণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তিরথ সিং রাওয়াত। রাজ্যপাল বেবি রানি মৌর্য তাঁকে শপথবাক্য পথ করিয়েছেন। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে মঙ্গলবারই ইস্তফা দিয়েছিলেন ত্রিবেন্দ্র সিংহ রাওয়াত। তার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন পাউরি গারোয়ালের সাংসদ তিরথ সিং রাওয়াত। শপথ নেওয়ার পর উত্তরাখণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিরথ সিং রাওয়াতের নেতৃত্বে প্রগতির নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে উত্তরাখণ্ড।'

বুধবার সকালে দেহরাদুনে রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে বৈঠকে বসেন বিধায়করা। বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক, অজয় ভাট, তিরথ-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা। নিশাঙ্ক এবং উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী ধন সিং রাওয়াত মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁদের ভাগ্যে শিঁকে ছেড়েনি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিরথের নাম ঘোষণা করা হয়। সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত জানান, উত্তরাখণ্ড বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন পাউরি গারোয়ালের সাংসদ তিরথ সিং রাওয়াত। বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করবেন তিরথ। সেই মতো এদিন বিকেলেই উত্তরাখণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তিরথ সিং রাওয়াত।

৫৬ বছরের মুখ্যমন্ত্রী তিরথ অবশ্য জননেতা হিসেবে উত্তরাখণ্ডে বিশেষ পরিচিত নন। পূর্বসূরি ত্রিবেন্দ্রর মতোই প্রচারের আড়ালে থাকতে পছন্দ করেন। এক সময়ের আরএসএসের সঙ্ঘপ্রচারক ছিলেন তিরথ সিং রাওয়াত। সংগঠক হিসেবে তাঁর দক্ষতা সুবিদিত রাজনৈতিক মহলে। নিজেও বেশ গোছানো মানুষ। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে বেছে নেওয়া প্রসঙ্গে টির্থ বলেন, "আমি সঙ্ঘপ্রচারক ছিলাম। ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীও ছিলাম। এই দিন যে কখনও আমার জীবনে আসবে তা ভাবতে পারিনি। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী, অমিতজি এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।" আগামী বছরই নির্বাচন উত্তরাখণ্ডে। আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে পর্যন্ত দায়িত্ব সামলাবেন তিরথ।

কেরলে ভোটের আগে কংগ্রেস ছাড়লেন পি সি চাকো, ক্ষোভ দলের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি.স.): কেরলে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বড়সড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস। 'কংগ্রেসে গণতন্ত্র আর বেঁচে নেই'-এই কথা বলে বুধবার কংগ্রেস ছাড়লেন বর্ষীয়ান নেতা পি সি চাকো। কেরলের ত্রিশূর লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ হলেন পি সি চাকো। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে পি সি চাকো জানিয়েছেন, 'আমি কংগ্রেস ছেড়েছি এবং ইস্তফাপত্র দলের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে চাকো জানিয়েছেন, 'কংগ্রেসে গণতন্ত্র আর বেঁচে নেই। রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে আলোচনা না করেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।'

পি সি চাকো আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস একটি মহান ঐতিহ্য। কংগ্রেসি হিসেবে থাকা অত্যন্ত সম্মানের, কিন্তু কেরলে কেউ কংগ্রেস ম্যান হতে পারবে না। তাই এই সিদ্ধান্ত নিলাম। এই দুর্যোগের সময় হাইকমান্ড চুপ করে রয়েছে। কেরলে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হতে চলেছে। জনগণ চাইছেন কংগ্রেস ক্ষমতায় আসুক কিন্তু কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা গোষ্ঠী নিয়ে চর্চা করছে।' উল্লেখ্য, কেরলে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ৬ এপ্রিল। কেরলে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা হবে ২ মে।

মিঠুন চক্রবর্তীকে ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি. স.) : গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্রিগেডে বিজেপিতে যোগদান করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। আর তিনদিনের মধ্যেই তাঁর নিরাপত্তায় ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে মিঠুনের নিরাপত্তায় সর্বদা সঙ্গে থাকবেন ১১ জন কমান্ডো। এছাড়াও তাঁর বাড়িতে সর্বদা ৫৮ জনের পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে। এদিনই বিজেপির তরফে আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে ৪০ জন তারকা প্রচারে নাম রয়েছে মিঠুনের। নিজে প্রার্থী হবেন কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত খবর পাওয়া যায়নি। এর আগে রাজ্যের প্রায় ৬০ জন বিজেপি নেতাকে এইধরনের কিংবা ওয়াই নিরাপত্তা দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

দক্ষিণ কাশ্মীরে জৈইশ, লস্কর জঙ্গিদের আইইডি হামলার ছক বানচাল : আইজিপি

শ্রীনগর, ১০ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার পাম্পোরে এলাকায় ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) এবং ফিদায়েঁ হামলার পরিকল্পনা করছিল জৈইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিরা। কিন্তু, সন্ত্রাসবাদীদের হামলার ছক বানচাল করে দিয়েছে সুরক্ষা বাহিনী। বুধবার কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে এমনই দাবি করা হয়েছে।

এদিন শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (কাশ্মীরে) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, পাম্পোরের বাসিন্দা ৪ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে অবন্তীপোরা পুলিশ, জঙ্গি সংগঠন জৈইশ-ই-মহম্মদের সক্রিয় সদস্য তারা, জাতীয় সড়কে আইইডি হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল তাদের, উত্তর কাশ্মীর থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বিস্ফোরক। ধৃত ৪ জনের নাম-সাহিল নাজির (বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র), কায়সার আহমেদ, মহম্মদ ইউনিস ফায়াজ এবং ইয়াসির ওয়ানি। আইজিপি আরও জানিয়েছেন, পাম্পোরের মিউনিসিপাল কমিটি বিল্ডিংয়ে ফিদায়েঁ হামলার পরিকল্পনা করছিল লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিরা। এই হামলার ছক বানচাল করেছে অবন্তীপোরা পুলিশ। এক্ষেত্রেও উত্তর কাশ্মীর থেকে বিস্ফোরক নিয়ে আসা হয়েছিল। পুলিশের জালে ধরা পড়েছে ৪ জন লস্কর জঙ্গি, যথাক্রমে উমর খান্ডে, মুসাইব আহমেদ গোজরি আহমেদ, মুনীব মুস্তাক এবং শাহিদ সোফি।

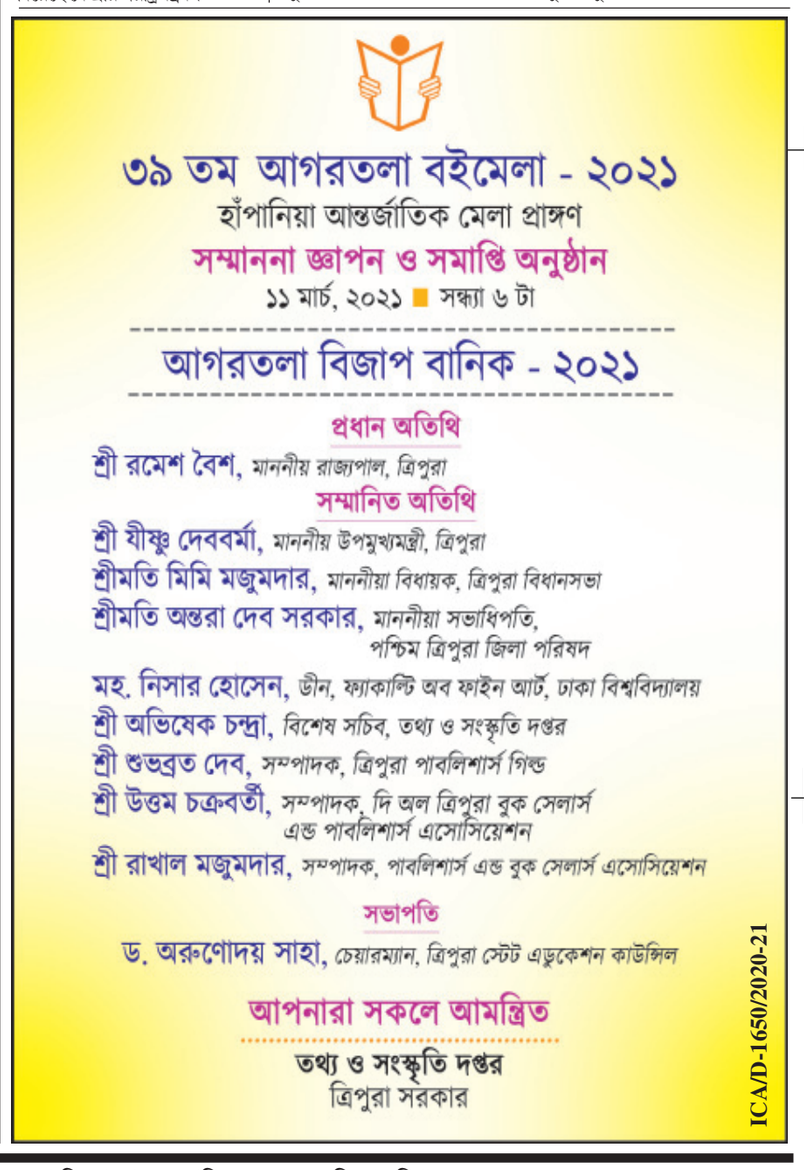

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।